বিদগ্ধ-জীবন।

"বিদগ্ধ-হৃদয়"-প্রণেতা

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী-

প্রণীত।

"This is not life; it is mere existence.
In what a state, am I? Everything
Seems to weigh upon me, to fatigue me.
I can scarcely support myself. I, whose
Activity was boundless, whose mind never
Slumbered, am now plunged in a
Lethargic stupor. How fallen am I!
What an alteration! My strength, my
Faculties forsake me. I donot live. I merely exist."

Napoleon to Dr. Antommarchi at St. Helena.

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ
যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাং ১২৯৭। ইং ১৮৯০।

ভূমিকা।

আর কি লিখিব; লিখিবার ত কিছুই নাই;—সকলি ফুরাইয়াছে। হৃদয়ে অস্ফুট যে আশা ছিল তাহা ত প্রথম পুস্তকে লিখিয়াছিলাম; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টদোষে তাহা ফলিল কৈ? কি নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিয়া বিগত চারি মাস এস্থানে আসিয়া, প্রজাস্বরূপ মাসিক কর দিয়া পরগৃহে হতাশ-হৃদয়ে যেন অজ্ঞাতবাস করিতেছি, এবং কি জন্যই বা নিজগৃহে শারদীয় মহোৎসব বিরাজিত থাকাতেও, বাটী যাইতে বক্ষ-বিদীর্ণ হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মচারিদিগের উপর মহা-পূজার ভারার্পণ করিয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় এস্থানে অবস্থান করিতেছি। তিনবৎসর পূর্ব্বে এইরূপ দশা হইয়াছিল তাহা প্রথম পুস্তকের পঞ্চম প্রবন্ধে বর্ণিত আছে। দীনবন্ধো! কি করিলে? বিগত চারি-বৎসর কত বিধিমতে তোমায় ডাকিয়াছি—তথাপি মুক্ত হইতে পারিলাম না। কত দিনে এ ঘোর যন্ত্রণার শেষ হইবে? পাপের প্রয়শ্চিত্ত দুঃখ;—দুঃখের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ পাপ জীবনের চত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইয়া মাসত্রয় হইয়াছে, আর কত দিন এ সংসার নিরয়ে স্তরে স্তরে পুড়িব? সর্ব্বমঙ্গলালয় ভগবান্! তোমার মহিমা ও কৃপাগুণে, আমার গাঢ়-তমাচ্ছন্ন-হৃদয় যেন এইরূপ পবিত্র-মলিনতা-পরিবৃত থাকিতে থাকিতে, অচিরে আমার সংসার-বন্ধন ছেদিত হয়।

"দৈবং প্রজ্ঞা বিশেষেণ কো নিবর্ত্তিতু মর্হতি
বিধাতৃ বিহিতং মার্গং ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে।"

কলিকাতা।
১৯৩ নম্বর
কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্
৮ই আশ্বিন ১২৯৭ সাল।

বারুইপুর-নিবাসী
শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

সূচিপত্র।





অশুদ্ধ-শোধন।



পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শোধন
৮	৬	দেখিবারে পুত্রমুখ	দেখিতে এ পুত্রমুখ
২৩	৮	চতুর্বর্ষ আট মাস	দুইবর্ষ চারি মাস
৪৮	১৭	ডকিছে	ডাকিছে



বিদগ্ধ-জীবন।

প্রথম প্রবন্ধ।

দীপ নির্ব্বাণ।

তারিখ—২২এ বৈশাখ, ১২৯৭ সাল।

সময়—রবিবার—বেলা তৃতীয়-প্রহর। স্থান—বারুইপুর-বাটী

যাহারে পাইয়া আমি ভেবেছিনু হায়!
হৃদয়-তিমির মোর করিব বিদায়;
সন্তাপিত প্রাণ মম শীতল হইবে,
প্রচণ্ড হৃদয়-বহ্নি আশু জুড়াইবে।—
যারে হেরি স্নেহভরে ভেবেছিনু হায়!
এত দিনে অনুকূল বিধি অভাগায়;
আনন্দ উল্লাস পুনঃ পশিল অন্তরে,
শোণিত বহিল বেগে ধমনি-ভিতরে।—
যারে হেরি বলেছিনু অন্তরে আমার—
"এই বটে সেই মম 'রবীন্দ্রকুমার'।"—

এত দিন হায়! হায়! যাহার বিহনে
অবিরল হাহাকার করিণু জীবনে;
তাই বুঝি কৃপা করি বাঁচাতে আমায়
উদিল নবীন বেশে 'রবি' পুনরায়।—
যাহারে পাইয়া পুনঃ কত সুখোচ্ছ্বাস,
ভুলিল হৃদয় গত শোকের হুতাশ;
বিদগ্ধ-হৃদয় মম হইল শীতল,
আশার সরসীমাঝে ফুটিল কমল।—
যাহার জনমে মোর হৃদয়-আকাশে
নবারুণ-সুখ-ভাতি নিরমল হাসে;
শিরে শিরে আর যত অস্থির গ্রন্থিতে
উদ্বেল অপত্য-স্নেহ তরঙ্গ-গতিতে।
বিঘোর তমসাবৃত বিষণ্ণ হৃদয়ে
দীপ্ত যেন কহিণূর যাহার উদয়ে।—
প্রবল সে প্রভা, স্নিগ্ধ, মধুরিম-ময়,
নিয়ত নবীন, চারু শান্তির নিলয়।—
গাঢ়-মলিনতা-ঘোর, নাহি রূপান্তর,
চির সমাচ্ছন্ন সদা আমার অন্তর।
সে ঘোর তিমির মম মিলনে যাহার,
ধাইল সুদূরে পারি না রহিতে আর।

উজ্জ্বল সে মহারত্ন পেয়ে যারে কোলে
হারানিধি লভি' মত্ত হর্ষ-উতরোলে।
মুকুরে মিহির-রশ্মি পড়িয়ে যেমন
বিস্তারয়ে গৃহ মধ্যে শতধা কিরণ;
তেমতি হৃদয়গত হর্ষের উচ্ছ্বাসে
পূরিল সংসার মম অশেষ উল্লাসে।
যে রত্ন পীযূষধারা বরষি' অপার
মরুভূমি-চিত্তে বহাইল পারাবার।—
যে রত্ন পাইয়া আমি মোহ-ছলনায়,
কত মত সুখস্বপ্ন দেখেছিনু হায়!
ভীষণ-করাল-কাল-রাহুর-কবলে
শশী সম কে সঁপিল সে রত্ন-কমলে।

কাটিল জীবন-সূত্র কালখরধারে;
ভাসিল এ দেহ-তরি অকূল-পাথারে।
অনন্ত কুটিলা গতি কালের এমন,
সদর্পে লইয়ে যায় যা পায় যখন।
কালের ভীষণ চক্র ঘূরিয়া গগনে
পুত্র-নিধি শিরে ছায়া ফেলিল সঘনে।

চক্ষের নিমেষে লয়ে জীবন-রতন
দৃষ্টির অতীত পথে করিল গমন।—
যাহার দর্শনে আমি ভাসিতাম সুখে;
কত মতে হাসিতাম যাহার কৌতুকে।—
যাহারে হারায়ে হর্ষ করিল পয়ান
যাহার অভাবে হায় বাহিরায় প্রাণ!
অভাগার যেই ছিল হৃদয়-ভূষণ,
যাহার বিয়োগে মম ঝুরে দুনয়ন।
বল রে পাপিষ্ঠ মন, বল রে ত্বরিত,
কোথা পলাইল বৎস, অভাগা-জীবিত।
কেবা দিবে শান্তিসুধা তোমার রোদনে,
মিশাবে হৃদয়-ব্যথা হৃদয়-অর্পণে!
আছে কি এমন কিছু, বল রে অজ্ঞান,
তোমার দুঃখের বহ্নি করিবে নির্ব্বাণ।
কে পারে সান্ত্বনা দিতে, আছে কি সান্ত্বনা,
ঘুচে কি মরণ বিনা এ মর্ম্ম-বেদনা?
মায়ার মৃণাল-পদ্ম প্রাণের তনয়,
আর কি তোমারে হেরি জুড়াবে হৃদয়?
আর কি দেখিতে পাব মম হারাধন,
শরৎ-সুধাংশু-সম-সুন্দর-বদন।

কি করি, কোথায় যাই, কারে বলি মন—
'আজি হারাইনু চির-যতনের ধন!'
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা প্রভাতে ফুটিয়া
বরষে শিশির-বিন্দু সমীরে হেলিয়া;
তেমতি আলোক করি' এ কাল-আসন
শোকধারা-বিগলিত মম দুনয়ন।
হৃদয়-পঙ্কজ মোর, তোমার বিহনে
পোড়া প্রাণ লয়ে আর বহিব কেমনে!
সুধাংশু-বদন ঢাকা মলিন বসনে
অনন্ত-নিদ্রার কোলে আছ অচেতনে।
উঠ বৎস, উঠ উঠ; উঠ ত্বরা করি',
মম হৃদে এস ওই শয্যা পরিহরি।
তোমার সুযোগ্য শয্যা নহে ত এমন,
এ কাল-আসনে কেন করেছ শয়ন?
যবে পুড়িলাম আমি ঘোর শোকানলে
না হেরি 'রবীন্দ্র'-চারু-বদন-কমলে।
তার অনুরূপ ভাবি তব আগমনে
অমৃত-সিঞ্চন হ'ল সন্তাপিত মনে।
তবে কেন আজি মোরে ভাসায়ে অকূলে,
কাটিলে মায়ার গ্রন্থি মাতাপিতা ভুলে?

কি করিব কোথা যাব, না দেখি নিস্তার,
এই কি বিধির বিধি ভাগ্যে অভাগার !
যে আশা পুষিণু আমি করিয়া সাধনা ;
হায় বিধি, বারম্বার তাহে বিড়ম্বনা !!

তৃতীয় প্রহর দিবা সুতপ্ত ধরণী,
প্রচণ্ড-নিদাঘ-তাপে অস্থির অবনী।
তেজঃপুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রবল প্রতাপে
বর্ষিছে অনলশিখা খরতর চাপে।
ঘোর দাবানলে যেন ঘেরেছে মেদিনী,
তরাসে বিহ্বল যেন বসুধা-ভাবিনী।
মধ্যাহ্ন-মিহির, তব করাল কিরণ
অনল-কণিকা-পুঞ্জ উত্তপ্ত, ভীষণ।
পশিলে সে তাপ খর, জীবের জীবনে ;
জ্ঞান হয় চরাচর দগ্ধ হুতাশনে।
আদিত্য মহান্, তব মহিমা অপার ;
বল দেব, মম ভাগ্যে নাহি কি নিস্তার ?
পশিল হৃদয়ে আজি যে ঘোর অনল
তুলনায় তব রশ্মিরাশি সুশীতল।

কাননে হরিণী দগ্ধ ঘোর দাবানলে,
বাড়বে বিদগ্ধ মীন সিন্ধু-উরস্থলে।
এ হৃদয়-শোকানল কোটিগুণ তার,
সহস্র অচল যথা পাবক-ভাণ্ডার!
মম পক্ষে ভানু, তব কিরণ-নিকর
প্রকাশিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর।
তব মূর্ত্তি আজি হেরি ভাবি অনুক্ষণ,
মম প্রতি বিধাতার রক্তিম-নয়ন।
কালের ভীষণ বজ্র করি' হুহুঙ্কার,
অমূল্য তনয়রত্ন হরিল আমার।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, হেরি শূন্যময়;
উদাসে হতাশ সদা—বিদগ্ধ হৃদয়।
যে দিকে ফিরাই আঁখি বিষাদিত মনে,
নিবিড়-আঁধার দেখি এপোড়া নয়নে।
আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
এখনও রয়েছি এ সংসার মাঝারে।
কিরূপে এমন পাপ করিলাম হায়!
পরিতাপানলে ঘোর, প্রাণ বাহিরায়।
দিনমণি, দেখ চেয়ে দেখ একবার,
কি শয্যায় আজি মম শুয়েছে কুমার।

অনন্ত-বিধানে হায়! অনন্ত-শয্যায়,
অনন্ত-শয়নে আজি অনন্ত-নিদ্রায়!!

আনন্দ-রচিত চারু নন্দন-বদন,
আর না হইবে মম কভু দরশন।
আজি হ'তে ঘুচিল রে এ জনম তরে,
দেখিবারে পুত্রমুখ সংসার ভিতরে।
ধারাপাত সম অশ্রু তিতিয়া বদন,
শোক-সিন্ধু-নীরে হিয়া করিছে মগন।
প্রাণের পুতলি মম জীবনের সার,
কোথায় চলিলে বাছা, ছাড়িয়া সংসার।
পূর্ণিমার শশধর তোমার বদন;
অভাগার ভাগ্যে তাহা হরিল শমন।
জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন, তোমার বিহনে
এ পোড়া পরাণ লয়ে বাঁচিব কেমনে!
আর না হেরিব সেই নন্দনের ফুল,
আর না পাইব সেই ননীর পুতুল।
আর না শুনিব সেই সুমধুর স্বর,
শীতল হইবে যাহে তাপিত অন্তর।

আর কি এ অভাগার হবে দরশন
সে নীল-নলিন-নিভ-বিশাল-নয়ন !
না হেরি' যে আঁখি প্রাণ পাগলের মত,
কি ছিলেম কি হলেম, ভাবি অবিরত।
ইন্দীবর-বিনিন্দিত নয়ন উজ্জ্বল,
তাহে পড়িয়াছে এবে কালের কজ্জল।
মুদিত সে আঁখি আজি অনন্ত-নিদ্রায়,
আর না দেখিব তাহা এ জনমে হায়!
শরতের শশী যথা স্বচ্ছ ছায়াপথে,
তরুণ অরুণ কিম্বা উদয়ের রথে,
ভাসিত হৃদয়ে মোর সে চারু বদন;
তরল হাস্যের ছটা নয়ন-রঞ্জন।
মম দুরদৃষ্টে আজি এ কাল-শয্যায়
হেম-শতদল-কান্তি সে মুখ লুটায়।
আর কি সে সুধানন হেরিব নয়নে;
হৃদয় জুড়াব সেই স্নেহ-আলিঙ্গনে!
ধিক্ ধিক্, শতধিক্, ধিক্ মোর প্রাণে,
এখন বাহির নাহি হয় কি বিধানে।
হাসি হাসি বসি কোলে, আধ আধ বোলে,
কে আর নাচাবে মম মানস-কমলে!

পিতার পরাণ নাচে কি আনন্দে জানি,
পবিত্র-ত্রিদিব-সুধা, হেন অনুমানি।
কেবা করতালি দিবে কেই বা নাচিবে,
আধ বোলে "বা—বা" বলে কে বল হাসিবে ?
নিবারিতে মর্ম্মব্যথা না হেরি উপায়,
শোকাগ্নি-গরলে মরি, হায়! হায়। হায়!
দেবতা-দুর্লভ-নিধি হৃদয়-রতন,
কি পাপে হারাণু আজি তোমা হেন ধন!!

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র-কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও, করো না গমন।
উদয়ে কি ভাব মম করি নিরীক্ষণ,
কি দশা হেরিয়া হায়, যাইছ এখন!
কি কুক্ষণে হায়, আজি উদিয়া তপন
আঁধারিলে অভাগার মানস-নয়ন।
মমাদৃষ্টে আজি দেব, নির্দ্দয় হইলে,
ডুবালে জনম মম শোকের সলিলে।
নিতান্ত কি দিনমণি, যাবে অস্তাচলে,
হানিয়া দারুণ শেল মম উরস্থলে ?

যাও দেব, যাও তবে, কি বলিব আর,
কোন দিকে অভাগার না দেখি নিস্তার !
আজি গেলে কালি পুনঃ উদয় হইবে,
নিশা-অবসানে দিবা আবার ফিরিবে।
আমার এ দিন কিন্তু ফিরিবার নয়,
চির-দুঃখ-নিশা মোর ঘেরিল হৃদয়।
ইহ জনমের সুখ করেছি বিদায়,
কেবল বহিছে প্রাণ করি হায়, হায় !
যাও যাও অংশুমালি, কি হবে শ্রবণে,
দুঃখের কাহিনী মম, বসি' নিরজনে।
যে ঘোর অনল আজি জ্বলিল হৃদয়ে,
তব সুত ভিন্ন কার সাধ্য নিবারয়ে ?
কর দেব, কর আজ্ঞা তনয়ে তোমার,
দুর্দ্দান্ত-শোকের-বহ্নি ঘুচায় আমার।
যেন আশু লয় হয় এ ছার জীবন,
সেই মম প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের মতন !!

যাও বৎস, যাও, মম হৃদয়ের ধন,
সংসার-সাগর-পার—শান্তি-নিকেতন।

হতভাগ্য পিতা তোর নিলর্জ্জ এমন,
পারিল না তোর পথে করিতে গমন।
আজি যদি তোর সনে এ প্রাণ মিশিবে,
দুঃখের যন্ত্রণা ঘোর কে তবে ভুগিবে?
বড় আশা ছিল মনে পাইয়া তোমায়,
জুড়াইব মনঃসাধে এ পোড়া হিয়ায়।
যে দারুণ বহ্নি জ্বালি 'রবীন্দ্রকুমার'
করিল হৃদয় মোর প্রকৃত অঙ্গার।
নিরাশে ছিলাম ডুবে বিষাদিত মনে,
হৃদয়ে উদিত সদা কামনা মরণে।
প্রাণপুত্র! তুমি আসি সুধারাশি-দানে
সজীব করিলে হায়, এ পোড়া পরাণে!
গত বর্ষ চতুষ্টয়ে দুঃখ নিরন্তর
তীব্রভাবে দহিলেক মম কলেবর।
পুত্র-শোকানল ঘোর কহিবার নয়,
জ্বালায়েছে মম এই পাষাণ হৃদয়।
জীবন-সর্ব্বস্ব তুমি, বিগত বরষে
জনমি' করিলে মন প্রফুল্ল হরষে।
বৎসরেক কাল মাত্র আসি মম পাশে,
বাঁধিলে আমায় হায়! ঘোর মায়া-পাশে

এ পোড়া নয়ন মম বিমুগ্ধ হইল,
'রবীন্দ্রকুমার'-মূর্ত্তি তোমাতে দেখিল।
বহু চিন্তা পরে স্থির করিল হৃদয়,
সেই নষ্ট-রত্ন পুনঃ পেয়েছি নিশ্চয়।
নব আশা এ হৃদয়ে হইল সঞ্চার,
ঘুচিতে লাগিল ক্রমে মনের বিকার।
ক্ষণিক স্বপ্নের ন্যায় কত আশা মনে,
কত মতে উপজিল কহিব কেমনে!
যতনে তোমায় তাই করি' কণ্ঠহার,
মনঃসাধে দোলাইনু গলায় আবার।
কত সাধে, কত আশে, করি সংযোজনা
তোমায় বক্ষেতে, কত করেছি কামনা।
কিন্তু বিধি! কেমনে বুঝিব তব লীলা,
নিদারুণ শোক পুনঃ কি পাপে হানিলা?
কর্ম্মায়ত্ত ফল মম আবার ফলিল,
অমূল্য-তনয়-দীপ নির্ব্বাণ হইল।
বড় আশা ছিল মনে অন্তিম-শয্যায়,
তোমায় হেরিয়া সুখে হইব বিদায়।
সুবর্ণ-কমল-মুখ দেখিয়া তোমার,
সানন্দ অন্তরে আমি ছাড়িব সংসার।

আজি সে সুখের আশা হলো বিসর্জ্জন,
কোথায় রহিলে হায়, জীবনের ধন!
ধিক্ হতভাগ্য মোর, ধিক্ এ জীবনে,
হেরিণু তোমায় আজি এ কাল-শয়নে।
দৃষ্টিহীন হও এবে মম দুনয়ন,
কি সুখে করিবে আর দৃষ্টি-সঞ্চালন?
বিকট বধির হও শ্রবণ-বিবর,
কে আর ঢালিবে তথা সুধা অতঃপর?
আজি হ'তে নিরাস্বাদ হওরে রসনা,
কি সুখে করিবে আর সুরস-বাসনা?
বদ্ধ হও ঘ্রাণেন্দ্রিয়; কি সুখে বহিবে,
নন্দন-কুসুম-ঘ্রাণ আর কি পাইবে?
কোন্ শাস্তি উপযুক্ত এই অভাগার?
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত এক মাত্র তার।
এস এস প্রিয়তম, হৃদয়রঞ্জন,
তব শব-দেহ বক্ষে করি রে ধারণ।
একবার শেষ চুম্বি' বদন কমল,
বিদগ্ধ-হৃদয় মোর হোক সুশীতল।
বার বার এই বার—এই এক বার,
আর এক বারে শেষ হইবে আমার।

কই হ'ল,—হায়, কই আশার সুসার,
ছাড়িতে এ দেহ, প্রাণ চাহেনাক আর।
যাইতেছ লয়ে তুমি মম মনঃপ্রাণ,
রহিল এ শূন্যদেহ শবের সমান।
জীয়ন্তে মরিণু আমি আজি এইক্ষণে,
হৃদয়-প্রতিমা শেষ এই বিসর্জ্জনে।
এক মাস শয্যাগত উৎকট পীড়ায়,
উত্থান-শকতিহীন এবে মৃতপ্রায়।
কণ্টক-শয্যায় পড়ি' করি হাহাকার,
তবু নাহি বাহিরায় জীবন আমার।
অক্ষম হইনু আমি তাহা করিবারে
করিলাম হায়! যাহা 'রবীন্দ্রকুমারে'।
যাও বৎস, যাও তবে হৃদয়রতন,
এই হ'ল শেষ দেখা জন্মের মতন!

হায় বিধি! আর কেন, কেন দয়াময়,
পামরে যন্ত্রণা দাও, হইয়া নিদয়।
সেই ত লইবে প্রাণ, তবে কেন, হায়!
কেন তবে, এ যন্ত্রণা দিতেছ আমায়?

একবার বজ্রাঘাত তরুণ যৌবনে
মম শিরে নিপতিত,—আছে তাহা মনে।
তথাপি না হ'ল ভস্ম শরীর পাষাণ,
মরিয়া না মরে এই কঠোর পরাণ।
অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র বজ্র শাস্ত্রের প্রমাণ,
কদাচিৎ নাহি হয় অব্যর্থ-সন্ধান।
মধ্যম অগ্রজ, আমি, দোঁহে একাসনে;
ভ্রাতা মম সে আঘাতে ত্যজিল জীবনে;
কিন্তু হায়! মম পক্ষে কিছু না হইল,
বিঘূর্ণীত হয়ে প্রাণ তথাপি বাঁচিল।
কালক্রমে পুত্রশোক দারুণ-ভীষণ;
বজ্রাঘাত ততোধিক হইল পতন।
'রবীন্দ্রকুমার' মম প্রাণের তনয়!
ভস্মীভূত করিলেক এ পোড়া হৃদয়!
বজ্রাঘাত-গুরুতর শমন-তাড়না;
বিদীর্ণ করিল হিয়া সে ঘোর যাতনা।
কত কাঁদিলাম হায়! তব নাম স্মরি',
পরমেশ কর ত্রাণ, লও প্রাণ হরি'।
মম ভাগ্যে তব দয়া নাহি উপজিল,
শোক-জর্জ্জরিত প্রাণ দেহ না ছাড়িল।

কারাগারে বন্দী যথা বিষাদে বিকল,
নিরাশে নিস্পন্দভাবে কাঁদে অবিরল ;
তেমতি সে দিন হ'তে প্রভু দয়াময়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সংজ্ঞা লভিল বিলয়।
ভব-কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া সতত
দারুণ-নিরাশা-ঘোরে কাঁদি অবিরত।
চরমে ফলিল হায়! অদৃষ্ট-লিখন,
পাপাহুতিপূর্ণে হ'ল যজ্ঞ সমাপন।
না পারি কহিতে কথা, দুনয়নে আর
না পারি দেখিতে কিছু—সকলি আঁধার।
কেন বিভু বিশ্বপিতা যন্ত্রণা বাড়াও,
বিস্তর জ্বলেছি আর কেন দুঃখ দাও।
শোকাগ্নিতে এ হৃদয় হ'ল ছারখার
সহিতে না পারি আর এজীবন-ভার।
পাপের আধার দেহ লয়ে উপহার
হৃদয়ের জ্বালা হ'তে করহ নিস্তার।
বদ্ধ কর অভাগার নয়ন-ধারায়
অরপি' অর্গল তাহে অনন্ত-নিদ্রায়।
তোমা বিনা দয়া করে নাহি হেন জন,
হৃদয়-বহ্নিতে দিতে সান্ত্বনা-জীবন।

দয়ার পয়োধি তুমি করুণা বিতরি',
দাও স্থান যাই আমি দেহ পরিহরি।
পাপের সংসার হ'তে ছেদি এ বন্ধন
নির্ব্বাণ হউক আশু এ ছার জীবন।
যত দিন তুমি নাহি কৃপা বিতরিবে,
সংসার-নিরয়ে থাকি হৃদয় জ্বলিবে।
জগতের পিতা তুমি, দেখি কত কালে
উপজিবে তব কৃপা অভাগার ভালে?
নিশ্চয় বুঝিনু হায়! মম এ জীবনে
কভু আশা নাহি আর সুখ-সন্মিলনে।
বুঝিয়াছি ভাগ্যদোষে বিধি বাম যার
শিরে তার বজ্রাঘাত হয় বার বার।
ইহ জনমের মত হের ভগবান,
মম সুখ-দীপ আজি হইল নির্ব্বাণ।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।



এত দিনে সব ফুরাইল।

ভীষণ কালের চক্র ফিরি পুনরায়
ফেলিল সংহার-ছায়া মম পুত্র-শিরে
যবে ; রুগ্ন-শয্যা হতে, হেরিণু চমকে
জ্বলন্ত-অনল-রাশি, কালাগ্নি, দারুণ
বেগে নামিতেছে হায়! তনয় উপরে,
মহাকাল-শিব-বহ্নি নিপতিত যথা
তীব্রতেজে রতিপতি মীনধ্বজ প্রতি।
উত্থানের শক্তি নাহি এবে মম দেহে,
নানাবিধ রোগ ভুঞ্জি মাসাবধি কাল
তনু জর্জ্জরিত অতি ; কণ্টক-শয্যায়
অহোরাত্র ঘোর কষ্টে রয়েছি আবদ্ধ,
শর-শয্যা-স্থিত যথা ভীষ্ম মহাবলী।
অবিরল বিগলিত নয়নের জলে ;
হায় রে বিলাপে যথা বন্দী কারাগারে!
ঘোর বিষাদিত শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে
দীনভাবে সকাতরে ডাকিলাম কত

বিশ্বপতি দয়াময় পতিত-পাবনে,—
"সংহরি এ কালানল ; বাঁচাও পুত্রেরে।"
না উঠিতে মম বাণী আকাশমণ্ডলে
সে বহ্নি করিল ভস্ম তনয়ে আমার।
তীব্রাঘাত-সমুদ্ভূত মূর্চ্ছাভঙ্গ হ'য়ে
অনুক্ষণ ভাবি, শোক-উচ্ছ্বসিত-প্রাণে—
'এতদিনে হায়! সব ফুরাইল মোর।'
বিঘূর্ণীত ঘোররূপে মস্তিষ্ক আমার,
নিস্পন্দিত ইন্দ্রিয়াদি যত ; শিরে শিরে,
প্রত্যেক অস্থিতে আর ধমনি-ভিতরে,
প্রতিধ্বনি বহিলেক মর্ম্মভেদী স্বরে—
'এত দিনে, হায়! সব ফুরাইল মোর।'
কি ফুরাল এত দিনে, বলরে মানস,
কি লাগি স্পন্দন-হীন হাহাকার কর?
হায়! কেন ঝুরিতেছে অবিরল বেগে
বরিষার ধারা সম মম দুনয়ন ;
ফুরাল কি সুখ মম, এত দিন পরে?
সংশয় নাহিক ইথে হেন মনে লয়।
অমূল্য-কাঞ্চন মম 'রবীন্দ্রকুমার'
যে দিন ত্যজিয়া মোরে চির দিন তরে

সংসার-বন্ধন চ্ছেদি, গেল নিত্যধামে,
তার সনে সুখ মোর করেছে প্রস্থান;
আর ত ছিলনা সুখ, সে দিন হইতে।
মম সুখ-রবি অস্ত হ'ল সেই দিনে
যবে কাল-রাহু মেলি করাল বদন
গ্রাসিল অনন্ত-গ্রাসে, জনমের তরে
প্রাণ-প্রিয়তম-মম-হৃদয়ের রবি।
ফুরাইল সব সুখ সেইত সে দিনে,
আর কি আছিল বাকি মম তদবধি ?
সে দিন বিগত হায় ! হ'ল বহুদিন ;
কি ফুরাল মম তবে, এত দিন পরে ?
এই বিসর্জ্জনে হায় ! ফুরাইল **আশা**।
যত দিন জাগে আশা মানব-হৃদয়ে,
সহজে ভুলিয়া থাকে অশেষ যাতনা,
বিপদে বিস্মৃত সদা হয়ে হরষিত
সহে নানাবিধ দুঃখ উল্লাসিত মনে।
মানবের চিত্তে যদি আশা না থাকিত,
বাঁচিত তাহারা তবে কাহার সহায়ে ?
ভুবন-মোহিনী আশা, প্রফুল্ল-বদনা,
কত সুমধুর স্বরে বুঝায় মানবে,

করি সুশীতল, কহি মধুর কাহিনী।
আশার কৃপায় সবে পায় নব বল,
হৃদয়ের বিকলতা ঘুচায় তৎপর;
নবীন উৎসাহে, পুলকিত ভাবে নর
কর্ম্মক্ষেত্রে রত সদা সংসার মাঝারে।
সেই আশা মম ভাগ্যে নিঃশেষ এখন;
নিরাশা দারুণ রিপু ধরেছে আমায়
সর্ব্বগ্রাসি-মুখ ব্যাপি;—উপায় কি আছে
জীবত করিতে পুনঃ এ ভস্ম হৃদয়?
তাই বলি, পুনঃ পুনঃ, গভীর বিষাদে—
'এত দিন পরে সব ফুরাইল হায়!'

জগৎ-মোহিনী আশা, চিত্ত-বিনোদিনী,
অসামান্য তব মায়া; বর্ণেছি বিস্তর
বিগত বিলাপে* তাহা; কি কুহকে হায়!
বেঁধেছিলে চিত্ত মম অপূর্ব্ব চিন্তায়;
'রবীন্দ্রকুমার' যবে করিল প্রস্থান
জ্বালাইয়া মম প্রাণ শোকাগ্নি ভীষণে;
কি মধুর মন্ত্রবলে স্মিত-সুধা-রসে

* মৎপ্রণীত "বিদগ্ধ-হৃদয়" ষষ্ঠ প্রবন্ধ

সিঞ্চিয়া অমিয়-বারি ক্ষিপ্র হস্ত ধরি',
সজীব করিলে পুনঃ এ দগ্ধ-হৃদয়!
সুখ মম লুপ্ত বটে সে রবির সনে
কিন্তু লুপ্ত নহে আশা; দীপ্তমান ছিল
হৃদয়ে আমার, জাগায়ে স্বপন কত;
ক্রমে ক্রমে দিন গত, মাসান্ত হইল,
বৎসর বৎসর ক্রমে হইল বিগত;
চতুর্ব্বর্ষ আট মাস পরিমিত কাল
এমতে বহিয়া গেল নিয়মের রথে।
তৎপরে জনমিল হায়! পুনরায়
'রবীন্দ্র' সদৃশ এক আত্মজ সুন্দর;
আত্মীয় স্বজনগণ প্রচুর উল্লাসে
কহেছিল সেই ক্ষণে হরষিত চিতে,
নষ্ট রত্ন প্রাপ্তি হ'ল বিধির কৃপায়।
মরি মরি, কি সুন্দর জন্মিল সে শিশু!
শরতের পূর্ণশশী ভাসিল যেমতি
স্বচ্ছ ছায়াপথে; হায়! কি সুস্নিগ্ধরূপ,
হৃষ্টপুষ্ট কিবা আর প্রশান্ত-মূরতি,
কি শোভায় শোভেছিল জননীর ক্রোড়,
দুঃখিনী জননী তার, ছিল মৃতপ্রায়

কতদিন; সহিলেক কত মতে হায়!
নির্দ্দয়-ভীষণ-ঘোর, বিষম দারুণ
কালান্তক-বাণ; কিন্তু নিস্তেজ শরীর
তার সমুজ্জ্বল, নব আশার সঞ্চারে।
সুনীল অম্বরে যথা পূর্ণ শশধর
শরৎ-আগমে রাজে কোমল জ্যোতিতে,
অথবা যেমতি নভে তরুণ তপন
উষাকালে পূর্ব্ব দিক করিয়া রঞ্জিত,
মম এই পুত্র-রত্ন, ভাতিল তেমতি
বিগত বরষে হায়! বৈশাখ মাহায়
দ্বাদশ নিশির সর্ব্বশেষ দণ্ডভাগে,
বালাখানা কলিকাতা শ্বশুর-আলয়ে।
আহা মরি, রূপরাশি হেরিলে নয়ন
রহে অনিমিখ চিত্রপুতুলির-প্রায়!
ভুবন-মোহিনী আশা আসি সেইক্ষণে
ঢালিল ত্রিদিব-সুধা এ মম শ্রবণে,
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে আর সহাস্য-বদনে
গুঞ্জরিল মম কর্ণে সুমধুর স্বরে—
'রবীন্দ্রকুমার-শোকে কর বিসর্জ্জন,
'ধর ধর নব-পুত্র প্রেম আলিঙ্গনে;

'কর সুশীতল শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়;
'বিদগ্ধ আছিল যাহা এ চারি বৎসর
'রবীন্দ্র-বিহনে; নিবাও সে ঘোর জ্বালা
'হেরি নবপুত্র-মুখ; সেই হারাধন
'পুনরায় আবির্ভূত তোমাদের পাশে
'নিবাইতে হৃদয়ের প্রদীপ্ত অনল,
'বাড়ব অনল যথা ভীষণ-আকৃতি
'নিরন্তর দহিতেছে তোমাদের প্রাণ
'এ কয় বৎসর, নির্ব্বাপিত কর এবে
'পূর্ণচন্দ্র-পুত্র-রূপ সুধার আসারে।
'বিকচ কমল সম নিরমল-কান্তি
'নব শিশু তব, মকরন্দ-ধারা-দানে
'সজীব করিবে শোক-মৃতকল্প-দেহ।
'ধর নূতন নয়ন; শুন মম বাণী,
'স্নেহের সুবর্ণ-হার লইয়া সত্বর
'বাঁধ হে হৃদয়ে তব হৃদয়-রতনে।
'তব দুঃখে দুঃখী বিধি, দুঃখ নিবারিতে
'দিলেন তোমায় এই অপত্য-রতন।
'হৃদয়ে নিহিত ছিল এ কয় বৎসর
'শোক-সমুদ্ভূত-ঘোর যে তীব্র অনল,.

'নির্ব্বাপিত কর তায় এ সুধা-সিঞ্চনে,
'যে সুধা পেয়েছ এবে হের আঁখি ভরে,
'তার পরশনে হবে অশোক হৃদয়।
'লও এ সৌরভ-রাশি নন্দনের ফুল,
'দোলাইয়া বক্ষোপরে রাখ নিরন্তর,
'পারিজাত-মালা যথা পীতাম্বর-গলে।'

বিশ্ব-বিমোহিনী আশা কতই প্রকারে
কহেছিল মম কর্ণে মধুর সম্ভাষে;
কুহক কাহিনী কত করিয়া সৃজন
বিদগ্ধ-হৃদয়ে মোর বুঝাইল কত।
ধন্য আশা মায়াবিনি! তোমার কুহকে
বিমোহিত জগজন; বিমুগ্ধ সংসার;
কি ছলনে ভুলিতেছে জীবগণ যত
কল্পিত সুখের তরে সতত প্রমত্ত;
অসার সংসারে নর তব চক্রপথে
ঘূরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবল গতিতে
নিরন্তর; সবে ভবিষ্যৎঅন্ধ, মূঢ়,
রণে, বনে, কিম্বা হায়! করাল-শ্মশানে।

কিম্বা যবে ঘোর দুঃখ দারিদ্র দুর্দ্দিন,
বিপদ-তামসী ঘোর ঘেরে দশ দিক্,
তব মায়াবলে মাত্র বিমুগ্ধ মানব
অকাতরে থাকে সবে নির্ভয় হৃদয়ে
ভুলিয়া দুঃখের রাশি ; এ কি চমৎকার ;
অপূর্ব্ব তোমার লীলা মহিমা অপার!
পারে কি বর্ণিতে কেহ ত্রিভুবন-মাঝে?
ধন্য শক্তি ধর আশা, আনন্দ-দায়িনি,
অভাগার মন ভাল ভুলালে মায়াতে।
নাচায় পুতুল যথা ক্ষুদ্র বাজিকর
তেমতি নাচালে মোরে তোমার কুহকে।
অপূর্ব্ব তোমার খেলা, অতীব সুন্দর,
ধন্য তব মায়াজাল ; ধন্য শক্তি তব,
অচিন্ত্য কুহকে তব, করি নমস্কার।
দেখেছিনু সত্য বটে আশার মায়াতে
'রবীন্দ্র-কুমার' মম এসেছে ফিরিয়া,
সেইরূপ সেই ভাব সেই সে মূরতি,
সুন্দর গঠন সেই, প্রকৃতি তেমন ;
অনুরূপ প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম বটে ;
সকল প্রকারে হায়! সাদৃশ্য তেমতি।

মনে অনুভব যেন এক দীপ হ'তে
অপর প্রদীপ এক, প্রদীপ্ত হইল।
মহতী প্রভায় যথা সমুজ্জ্বল দীপ
কিম্বা যথা মন্দাকিনী দীপ্ত স্বর্গপথে;
সুশোভিত সমুজ্জ্বল হেরিণু তেমতি
সুকুমার বৎস মম রূপের আলোকে।
হৃদয় পবিত্র ভাব করিয়া ধারণ
কত ডেকেছিল হায়! জগৎ ঈশ্বরে।—
দীননাথ, কর কৃপা, দয়ারসাগর,
অনাথের নাথ, তুমি জীবের জীবন,
অভাগার এই পুত্রে ক্ষম দয়াময়!
বুঝিতে নারিনু হায়! আমি সেই ক্ষণে
এই পুত্র, মম আশা করিয়া নির্ম্মূল,
ভস্মীভূত করিবেক মম এ হৃদয়,
ভাসাইবে মোরে চির-শোক-সিন্ধু-নীরে।
না বুঝিনু কভু হায়! এই পুত্র হ'তে
অকালে অন্তিম দশা ঘটিবে আমার;
থাকিব দুর্ভাগ্যভাবে কাঁদিতে বিজনে।

জন্মিলেক যেই দিনে এ তনয় মম,
সংগোপনে গণিলাম জন্ম-কোষ্ঠী তার
জ্যোতিষ-নিয়মমতে; পাইনু যে ফল
হৃদয়ে আঘাত ঘোর বাজিল তাহাতে।
এক দিকে সুর-গুরু গ্রহ বৃহস্পতি
পূণ্যাধিপ গ্রহ হ'য়ে থাকি' পূণ্যস্থানে
রত্নাঞ্জলি-রাজ-যোগ দিয়াছে তনয়ে;
রবি-শশী গ্রহ আদি শুভ-স্থান-স্থায়ী,
শুভদৃষ্টিসহ সবে উদিত ললাটে।
বাঁচিত যদ্যপি এই তনয়-রতন
রত্নাঞ্জলিযোগে তার যে ফল ফলিত,
জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বুঝিবে সহজে।
কিন্তু হায়! আর দিকে হেরিণু যে ফল
সর্ব্ব সুলক্ষণ আদি বিফল তাহাতে।
অব্যর্থ পতাকীবেধ বিঁধেছে বৎসেরে,
সুলক্ষণে কি করিবে আয়ুহীন জনে?
জন্মদণ্ডপতি গ্রহ দেব বৃহস্পতি
লগ্নের সম্মুখবেধে হয়েছেন বিদ্ধ,
ভীষণ পতাকী-রিষ্টি ফলিল তাহাতে।
রিষ্টি-কাল গণনায় জন্ম-কোষ্ঠীমতে.

পূর্ণ অষ্টাবিংশ অঙ্ক দেখিনু সভয়ে।
প্রবল নিরাশা-বহ্নি আসি সে সময়
ঘেরেছিল ঘোররূপে চঞ্চল হৃদয়ে
মম, স্থির করেছিনু সুদৃঢ় অন্তরে
নব-পুত্র-মুখ নাহি নয়নে হেরিব;
আর না হইব বদ্ধ ঘোর মায়াপাশে।
অষ্টাবিংশ মাস যত দিনে না পূরিবে
এ পুত্রের কথা কভু মনে না আনিব,
না লইব কভু কোলে; নাহি পরশিব
তায়; কভু না হেরিব বদন-কমল,
এ প্রতিজ্ঞা ছিল মম; তদেব কারণে
অন্নাশন-ক্রিয়া আদি প্রকৃত সময়ে
করি নাই তার; বৎসরেক বয়ঃক্রম
হইল বিগত; রাখি নাই কোন নাম।
সদা কম্পমান মম বিদগ্ধ-হৃদয়
কাল-ভয়-ত্রাসে; কেমনে পাইবে ত্রাণ
পতাকীর রিষ্টি হ'তে তনয়-রতন,
দারুণ ভাবনা এই ছিল নিরন্তর।
আশা-মায়াবিনী কিন্তু এ সময়ে হায়!
বিহগ-সুকণ্ঠ-রবে সুধা নিরমল

ঢালিল হৃদয়ে মোর অলক্ষিত রূপে।
জ্যোতিষের ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য এক
বুঝালেক মোরে হায়! কতই প্রমাণে,
পুঁথি হতে শ্লোক মোরে দেখাইল কত।—
শুভ গ্রহ বৃহস্পতি বিদ্ধ হয় যদি
জন্ম-লগ্ন-বেধ-স্থানে; কভু নাহি হয়
তাহাতে পতাকী-বেধ; এই ত বচন,
এই ত প্রমাণ স্পষ্ট জ্যোতিষ-পুরাণে।
চিত্ত-বিনোদিনী আশা পাইয়া সুযোগ
অমনি পীযূষ-তানে কর্ণে গুঞ্জরিল।
এই ত প্রমাণ বটে, ভাবিলাম মনে
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কেন বা হইবে;
তবে কেন মিছে মরি, ঘোর ভাবনায়?
এমতে হলেম বদ্ধ হায়! পুনরায়
ঘোর-মায়া-পাশে; তদবধি নিরন্তর,
ভুলিনু আশার ছলে প্রতিজ্ঞা আমার।
অমোঘ পতাকী-রিষ্টি না হয় নিষ্ফল,
অষ্টাবিংশ পক্ষ মধ্যে ফলিল সঘনে
বৎসের ললাটে; ভাঙ্গিল প্রবলবেগে
মমাদৃষ্ট পুনরায় দারুণ আঘাতে।

কোথা হ'তে আচম্বিতে ভয়ঙ্কর রোগ,-
বিষম সঙ্কটাপন্ন, কিন্তু কোন দেশে,
সম্ভাবিত শিশু প্রতি নহে কদাচিৎ,—
ধরিল বৎসেরে হায়, করাল গরাসে!
একাদশ দিন ব্যাপি' কতই চিকিৎসা,
চেষ্টা হ'ল কত মতে বাঁচাতে তাহাকে;
কার সাধ্য কিন্তু হায়! যুঝে কাল সনে?
কত মতে ডাকিলাম গলিত-হৃদয়ে
অগতির গতি যিনি, ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরে।—
হে বিভু, করুণাময়, জগতের পতি,
এ ঘোর সঙ্কট হ'তে কর পরিত্রাণ।
দীননাথ, কোথা যাব, কে আর রক্ষিবে
অস্তমিত-প্রায় মম তনয়-জীবন?
বিশ্বপিতা, ভয়ত্রাতা, পতিত-পাবন,
দীন-নিরাশ্রয়ে নাথ, দাও পদাশ্রয়,
পেয়েছিনু হায়, এই পুত্র প্রিয়তম
তব কৃপাবলে; রক্ষ এবে দয়াময়,
অমূল্য-হৃদয়-ধন অপত্য-রতনে!

কিন্তু হায়! কর্ম্মফল কে পারে খণ্ডিতে?
মম পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-ভোগ-অবসান
হয় নাই এবে; দেব, করুণা-সাগর,
বিশ্ব-চরাচর কর্ত্তা, অনাদি-ঈশ্বর,
উল্লঙ্ঘন করিবেন কেন নিজ বিধি,
অখণ্ড রূপেতে যাহা করিছে শাসন
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আর স্থাবর জঙ্গম?
তাই মম ভাগ্যে দয়া নাহি উপজিল
তাঁর; তাঁহার আদেশে পুনরায় হায়!
শাস্তি-রূপ-ব্রহ্ম-অস্ত্র সংহার-মূরতি
উগরিয়া কালানল গগনমণ্ডলে
পড়িল অশনিতেজে মম হৃদুপরি।
যে বিধাতা এক দিন সুপ্রসন্ন হ'য়ে
দিলেন সাদরে মোরে এই পুত্রধনে;
হায়! রুষ্ট হ'য়ে তিনি নির্দ্দয় অন্তরে
আচম্বিতে হরিলেন সে সুখ-রতন।
যে আশা পুষিণু আমি করিয়া যতন,
সমূলে বিনষ্ট হ'ল তাঁহার আদেশে;
ধরিয়া কালের চক্র মমাদৃষ্ট-দোষে
হানিলেন বজ্রাঘাত হৃদে পুনরায়।

ইহ জনমের মত সুখের আশায়
অভাগার কর্ম্মফলে হ'ল বিসর্জ্জন।
নিবিড় তমসাবৃত নয়ন যুগল;
দশদিক শূন্যময়; সতত বিষণ্ণ
বিনোদ-বিহীন-মন কাঁদিছে নীরবে
নিরন্তর; বিষজ্ঞান এ ছার সংসার;
নিরাশ-ঔদাস্য-মোহ ঘেরিয়া সঘনে
করিলেক এ হৃদয় মরুভূমিপ্রায়;
শোক-রুদ্ধ-কণ্ঠশ্বাস বহিছে অন্তরে—
"এত দিনে হায়! সব ফুরাইল মোর।'

তৃতীয় প্রবন্ধ।



আবার সেই;

জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান।

সেই নিমতলা-ঘাট,—ভীষণ শ্মশান
মম দৃষ্টিপথে আবির্ভূত পুনরায়;
চতুর্বর্ষ পূর্ব্বে হায়! যথায় আমার,
ফলিল প্রাক্তনফল কাল-ভীম-চক্রে;
ইহ জনমের মত চিরানন্দ মোর
তিরোহিত যেই স্থানে, মুহূর্ত্তেক কালে;
ভস্ম-রাশি যথা উড়ে, চক্রবাত্যা বলে।
সেই ঘাট, সেই স্থান, আবার আবার
উপস্থিত মম চক্ষে ভয়ঙ্কর বেশে,
নিয়তি-বিধানে হায়! যথায় আমার
হৃদয়-পঙ্কজ-রবি গেছে অস্তাচলে।
হায় ভাগ্য মোর; সে দিন হইতে,
দুঃখ-রাহু গ্রাসিলেক মম সুখ-রবি,
আর না পাইল মুক্তি, কালগ্রাস হ'তে;
প্রকৃত হৃদয়-শূন্য আমি তদবধি!

কি কাযে দয়িতা সহ, আনীত এ ঠাঁই,
কি কারণে ঝুরিতেছে আজি এই স্থানে
ভুনয়ন মম ; হৃদয় গলিছে এবে,
যথা ঘৃত বিগলিত বহ্নির প্রতাপে ?
সকাতর অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল,
থরথরি কাঁপে হিয়া কি প্রবলবেগে ;
লোমহর্ষকায় এবে কাঁপিছে বিষাদে ;
সর্ব্বাঙ্গ অবশ ভাব ; ব্যাকুল হৃদয়
সুদীর্ঘ সুতপ্ত শ্বাস স্বনিছে সঘনে।
অশ্রু-নিমীলিত-আঁখি, স্পন্দন-বিহীন,
বরিষার ধারা, হায় ! বহিছে সতত।
জরা ব্যাধি সমাচ্ছন্ন, জীর্ণ-শীর্ণ-তম
কলেবর মোর, দহিতেছে শোকানলে।
বিষাদে বিশ্লথ-চিত্ত, অবসন্ন-প্রায় ;
নাহি জ্ঞান, নাহি চেষ্টা, বাহ্যিক বস্তুতে।
যে গুপ্ত পাবক মম হৃদয়-কন্দরে
জ্বলেছিল এই স্থানে সঘনে সে দিনে,
যে দিনের বিবরণ, বলিব কেমনে,
মম দুরদৃষ্টদোষে, এ নির্দ্দয় তটে
প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠাসনে ধূসর-শয্যায়,

বিসর্জ্জিনু যেই দিনে, স্বীয় হস্তে হায়!
জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন, 'রবীন্দ্রকুমারে'।
নানামত প্রকরণে নিদারুণ ক্লেশে
রেখেছিনু গুপ্তভাবে সে ঘোর পাবকে
হৃদয়-কন্দরে মম; চতুর্ব্বর্ষ-কাল
হইল বিগত হায়! তথাপি জ্বলিছে
সে অনল অবিরল তুষানল-ভাবে;
কিন্তু এবে তাহা প্রজ্জ্বলিত ঘোরতর;
জ্ঞান হয়, সেই দিন উপস্থিত আজি।

রে ভগ্ন-হৃদয়, মম সন্তাপিত প্রাণ,
কি সুখে আছহ এই পাষাণ-শরীরে,
গ্রাসিয়া অম্লানমুখে এই কাল-স্থানে
'রবীন্দ্রকুমার' মোর অমূল্য-রতনে?
তথাপি না ছাড় কভু সংসার জটিল;
শোকানলে জর্জ্জরিত মৃতপ্রায় হ'য়ে,
বহিতেছ জীর্ণ দেহ, এ চারি বৎসর
ভগ্নভাবে নিরন্তর; মোর মাথা খেয়ে,
তবু রাখিলে হে মোরে, মায়াপাশে বাঁধি,

কভু না ইচ্ছিলে তুমি, ছাড়িতে শরীর ;
কাল-বিষময়-ফল, ফলিল তাহাতে।
শাস্তিভোগ ছিল বাকি তোমার অদৃষ্টে,
তাই বদ্ধ হয়ে পুনঃ মায়ার শৃঙ্খলে,
ভবের অনিত্য ভোগ ভুঞ্জিতে রহিলে।
এইরূপে চিত্ত যবে নিমগ্ন চিন্তায়,
মম পার্শ্ব হ'তে নয়নাশ্রু-বিমিশ্রিত
গদ গদ বাক্য, মোর পশিল শ্রবণে।
শোক-বিধূরিতাননা মম প্রণয়িণী
সঙ্গের সঙ্গিনী, হায় ! দুঃখের দুঃখিনী,
সুশীলপ্রকৃতিরূপা, বিনীত-বদনা,
সরলতা, পবিত্রতা-মাখা নিরন্তর ;
হৃদয়ের বিকসিত কুসুম আমার,
আহা মরি, পুত্রশোক ঘোর যাতনায়,
হাসি হাসি মুখ-চ্ছবি হয়েছে মলিন,
পূর্ণশশধর হায়, রাহু গ্রাসে যথা !
সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিবার আশে
উপনীত মম সঙ্গে জাহ্নবীর তটে ;
অশ্রু-বিস্ফারিত-আঁখি, কম্পিত বচনে
কহিলেক মোরে—"হায় ! এই কি সে স্থান,

এই নিমতলা-ঘাট ;—বল না আমায়,
কোথা রেখেছিলে তুমি, এ কাল শ্মশানে
প্রাণের পুতলি, মম অঞ্চলের ধন
'রবীন্দ্রকুমারে'।—হায়! নাথ, এই স্থান
কাঙ্গালিনী করিলেক, এ জন্মে আমারে।"
দর-বিগলিত-ধারা আকুল লোচনে
ঘন-প্রবাহিত-ঘোর কণ্ঠ-শ্বাস ছাড়ি',
মৃদু সম্ভাষণে আমি বুঝালেম তারে :—
"নহে দোষী নিমতলা-ঘাট কোন মতে,
নিন্দিবার যোগ্য নহে এ পবিত্র স্থান,
সতত করিছে মুক্ত পাপ জীবগণে,
হেথায় অনন্ত-শয্যা বিস্তারিত সদা,
ছেদন করিছে যাহা সংসার-বন্ধন।
অনিত্য ভবের সুখে উন্মত্ত মানব
সুখ-আশে ভ্রমে বৃথা, মহামায়াপাশে।
কিন্তু দেখ এই স্থানে, সে জ্ঞান বিলুপ্ত ;
প্রদীপ্ত শয্যায় পশি', নূতন নয়নে
দিব্য জ্ঞান লভি', ধায় উদ্ধারের পথে ;
যথায় মায়ার পাশ, নাহি বিস্তারিত।
নহে দোষী অন্য কেহ তব যাতনার,

প্রিয়তমে, স্থির চিত্তে, জেন হে নিশ্চয়,
এ বিপত্তি মূলাধার এক মাত্র আমি।
আমার অদৃষ্টদোষ আর কর্ম্মফল,
উগরিল বিষরাশি তোমার উপরে।
অজ্ঞান সরলা সতি, পড়ি' মম হাতে,
সহিছ এ ঘোর জ্বালা,—দারুণ ভীষণ
পুত্রশোক; চিরস্থায়ী হায়! সে বেদনা
ভুগিবে যাবৎ প্রাণ এ দেহে রহিবে।
হতভাগ্য আমি, মম কর্ম্মফল-মতে
কাল-বিষময়-ফল, ফলিছে সতত।
পতিব্রতা সাধ্বী তুমি, তব সম নারী
কেন পড়েছিল হায়! দুর্ভাগার পাশে
ভুঞ্জিতে দারুণরূপে নানাবিধ জ্বালা।"
অমনি মুছিয়া প্রিয়া নয়নের জল
উত্তরিলা কম্পিত বচনে—"একবার
দেখাও সে স্থান মোরে, সে দুর্দ্দিনে যথা
বসিয়াছিলে হে তুমি, তারে লয়ে কোলে
ইহ জনমের মত; কোথায় সে স্থান?
বারেক দেখায়ে মোর পূরাও বাসনা।"
দুই জনে চলিলাম আশুগতি-পদে

যথায় প্রদীপ্ত বহ্নি গভীর গরজে
মহা-শয্যা-স্থিত-নরে সদাই গ্রাসিছে।
"দেখ দেখ, প্রাণভরে দেখ ওই স্থান";
কহিলাম প্রেয়সীরে, কণ্ঠ-রুদ্ধ-স্বরে;
"নয়ন যুগল ভরি, হের ওই স্থান
যথা নিক্ষেপেছি আমি দীপ্ত হুতাশনে
প্রাণ প্রিয়তম পুত্র রবীন্দ্রকুমারে।"
সেই স্থানে জ্বলিতেছে চিতা এক আর,
তাহার ধূমের রাশি উঠিছে গগনে
দীপ্ত-বহ্নি-সনে; এই মত, সেই দিনে
জ্বলেছিল এই স্থানে, গভীর গরজে
'রবীন্দ্রকুমার'-চিতা; এই মত আর,
অবশ্য জ্বলিয়াছিল, সংহার-পাবকে,
বিগত বৈশাখ মাসে, বাইশে তারিখে,
বরিবার দিবাভাগ তৃতীয় প্রহরে,
জন্মভূমি-গঙ্গাতীর-সদাব্রত-ঘাটে,
দ্বিতীয় রবীন্দ্রধন, মম হারাধন,
অমূল্য-দুর্লভ-নিধি, অতুল জগতে।—
যার শোকে, হায়, হায়! গৃহত্যাগ করি'
আসিয়াছি কলিকাতা, থাকিতে নিভৃতে,

যথা তথা বেড়াইতে কাঙ্গালের মত
উদাসীনভাবে।—সতত স্মরিব মনে,
দৃঢ়-ব্রত ভাবে, সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
অগতির গতি যিনি পতিত-পাবন,
যাঁহার কৃপায় পাব মুক্তি-নিকেতন।

সম্মুখে বিস্তৃত ওই দেবী সুরধূনী,
সুর-নর-প্রপূজিতা পবিত্র জাহ্নবী।
উর দেবি দয়াময়ি, দীনে কর ত্রাণ।
সুস্নিগ্ধ সলিল তব জুড়াক জীবন
মম; যে ঘোর অনল এ পোড়া হৃদয়ে
জ্বলিছে সতত, নিবাও সে বহ্নি মাতঃ,
ত্রৈলোক্যতারিণি, তব বিমল বারিতে।
এই মত কত ভাবি' পশিলাম জলে;
কি ছায়া পড়িল মোর, জলের ভিতরে
আজি,—হায়! একি ভাব জাগিল হৃদয়ে!
সুশীতল-স্নিগ্ধকর-তরঙ্গ-নিচয়
বহিল পবন-ভরে মম দেহোপরে;
চতুষ্পার্শ্বে দ্বিজগণ সুমধুর স্বরে

এক মনে ভক্তি ভাবে করিছে বন্দনা
গঙ্গার উদ্দেশে;—যে পাঠ শুনিলে সদা,
পরিতৃপ্ত মানবের যুগল শ্রবণ;—
কিন্তু হায়! কেন মোর হৃদয় বিকৃত;
সুস্নিগ্ধ সলিলে বহে খর অশ্রুধারা;
কি নূতন ভাবে হায়! পরিপ্লুত মন।
দশদিক, নীলাম্বর, সহস্র-কিরণ
হেরিতেছি এবে যেন অপরূপ ভাবে;
যেন মোর আত্মা আজি ত্যজিয়া শরীর
উঠিছে অজ্ঞাতভাবে, উচ্চতর স্থানে
আপনার ছায়া হেরি সলিল-ভিতরে।
অশ্রুনীরে ভাসিতেছে যুগল নয়ন।
হর-শির-বিহারিণী মাতঃ! স্মৃতিপথে
তব, আছে কি মা, সে দিনের বিবরণ,
যে দুর্দ্দিনে, হায়! মাতঃ, তব ওই তটে,
হারালেম মম সেই মুকুট-রতন
'রবীন্দ্রকুমারে;' কত মতে কাঁদিলাম,
অবিরল বিগলিত নয়নের জলে;
প্রাণভরে বার বার ডেকিছিনু কত,—
"পরিত্রাণ কর মাগো, ভীষ্মের জননি।"

সে দিনে তোমার তট নয়ন-সলিলে
করেছি নিষিক্ত; আজি মাতঃ তব বক্ষ
ভাসিতেছে, হায়! দেখ, মম অশ্রুনীরে।
শিশু যথা ভয়ের সঞ্চারে আথিবিথি
ধাইয়ে জননী-কোলে, লুকায়ে বদন,
কাঁদয়ে গোপনে; তার স্নেহের জননী
তখনি সান্ত্বনে তারে স্নেহের চুম্বনে;
কই মাতঃ মম ভাগ্যে সেরূপ যতন?
হৃদয় হইল ভগ্ন, কাল-শোকানলে
শরীরে অকাল জরা, ব্যাধির লক্ষণ;
শেষ দশা সন্নিকট। ইহজন্মমত
মাতৃ-স্নেহ সুপবিত্র, অমূল্য জগতে,
ভাগ্যদোষে হায়! নাহি পাইলাম কভু।
জগত-জননী তুমি, মুক্তি-প্রদায়িনী;
যোজন অন্তর হ'তে, তব নাম স্মরি'
মুক্তির সোপানে হয় মানবের গতি;
ভস্ম হয় পাপ-রাশি;—শাস্ত্রের লিখন।
হর-শির-নিবাসিনি গঙ্গাতরঙ্গিনি,
একাক্ষরী 'মা' 'মা' শব্দ আছয়ে প্রবাদ
তব ঠাঁই প্রিয়তম; যে রব শ্রবণে

আশুতোষ-শির ত্যজি আইলে মরতে।
হায়, মাতঃ! তবে কেন ভুলেছ আমায়,
দুর্ভাগ্য তনয় তব? কত দিন হ'তে
গললগ্নবাস হ'য়ে করি মা ক্রন্দন,
তব ক্রোড়ে স্থান আশু লভিবার আশে;
সংসার-যাতনা মম প্রত্যেক অস্থিতে
বিঁধেছে গভীররূপে;—কোথা যাব হায়!
নিবাইতে পারে কেবা এ হৃদয়-জ্বালা?
ইতিপূর্ব্বে যদি মাতঃ, কৃপা বিতরিতে,
তা হ'লে কি পুনরায় পাই পুত্রশোক;
দ্বিতীয় অশনিপাত হয় মম শিরে?
'মা' 'মা' বলি আমি তাই ডাকি অবিরল
দীনভাবে, সকাতরে, বারিমধ্যে তব;
শোক-সমুদ্ভূত ঘোর-দুর্দ্দান্ত-পাবকে
নিবাও সত্বরে মাতঃ তব শান্তিনীরে।

আচম্বিতে একি হেরি ভীষণ ব্যাপার!
বাজিল হৃদয়ে যাহা গুরুতররূপে;
স্পন্দন-বিহীন আঁখিদ্বয় মম, হায়!

কি নৃশংস দৃশ্য সমুদিত দৃষ্টিপথে—
শ্মশান ঘাটের ওই সোপান বাহিয়ে,
নামিছে গঙ্গার তটে, নীর-স্পর্শ-আশে,
বিংশ-বর্ষীয়সী এক যুবতী-রমণী।
কিবা বেশ, হায়, হায়, দেখিতেছি তার !-
অশ্রুধারা-পরিপ্লুতা আরক্তনয়না,
পরিম্লানা, শুষ্কমুখী, মলিন-বসনা,
বজ্রাহত লতা যথা পতিত ভূতলে,
ফল-ফুল-নবপত্র হয়ে বিরহিত !
সুকোমল সুললিত কলেবর তার
কাঁপিছে সঘনে, নবীন পল্লব যথা
প্রভঞ্জন-বলে, পদে পদে দুর্নিমিত্তে
স্খলিছে চরণ তার; সোৎকণ্ঠশ্বাস
বহিছে সঘনে অতি খরতর বেগে ;
দুই পার্শ্বে সহচরী ধরিয়া তাহাকে
নামাইছে মৃদুপদে জাহ্নবী-সলিলে।
সলাজ-নয়না বালা, অনাথার প্রায়,
শোক-রুদ্ধ-কণ্ঠ-শ্বাসে হৃদয়-বেদনা
প্রকাশিছে অন্তরালে ; যে শ্বাস শ্রবণে
পাষাণ-হৃদয় গলে, করুণা-সঞ্চারে।

যে হৃদয় ভুগিয়াছে শোকানল-জ্বালা,
সে পারে বুঝিতে ভাল· অপরের হিয়া,
যবে সে হৃদয় ডোবে শোকের সাগরে,
যে জ্বালায় এবে জ্বলে রমণীর মন;
সংসার-শ্মশান-জ্ঞান তাহার নিকটে।
অনুমান হয় হেন, এই যে কামিনী
হবে কোন পুত্রহীনা, দীনা, নিরাশ্রয়া,
হারাইয়া পতিধনে, এ ঘাটে আসিল,
শেষাঞ্জলি দিতে তাঁরে, এ মহাশয্যায়।
এক্ষণে শ্মশান-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া,
পূত-স্নান করিবারে নামিতেছে জলে।
নির্দ্দয় কৃতান্ত, পতি-ধনে কাড়ি ল'য়ে
রাখিল তাহারে শুধু. কাঁদিতে বিজনে।
হায়! বিধি, দয়াময় করুণাসাগর,
এ পৃথ্বী তোমার সৃষ্টি; কেন বা ইহাতে
নানাবিধ ঘোর দুঃখ ফিরে রাত্রিদিন।
বিষময় এ সংসার, ছার এ জীবন;
বিমূঢ় মানব, সুখ-আশে, সুখোল্লাসে,
অনিত্য সংসারে ভ্রমে মায়ার কুহকে।

সহসা ফিরায়ে আঁখি, দেখি পুনরায়
অপর ভাবের দৃশ্য নয়নের পথে।—
কতিপয় সুসম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ যুবক
আনিল খট্টাঙ্গে, এক বয়স্থ মানবে;
প্রশান্ত মূরতি তার, নেত্র স্থির এবে,
কিন্তু শ্বাস বহিতেছে খরতর-বেগে।
আকৃতি দেখিয়া তার, মনে অনুমানি
অবশ্য সঙ্গতিপন্ন, সম্ভ্রান্ত এ জন;
পুত্রগণ স্কন্ধে করি, করিয়া যতন
এনেছে অন্তিমকালে, জাহ্নবীর তটে।
তরুণ বয়সে এই বৃদ্ধের শরীর
বলিষ্ঠ সুন্দর ছিল; এ শয্যায় আজি,
কালের ভীষণ-ছায়া, নিয়তি-প্রমাণে,
নিক্ষিপ্ত হয়েছে হায়! শরীরে তাহার,
প্রাণ-বায়ু হইয়াছে কণ্ঠাগতপ্রায়;
বদন ব্যাপিয়া শ্বাস টানিছে সঘনে।
পুত্রগণ সমস্বরে ডকিছে শ্রবণে—
'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'; হায়! হায়!
সে ধ্বনি কি নবভাবে ধ্বনিল হৃদয়ে
মম; দুনয়নে পরিপ্লুত অশ্রুধারা;

সুমধুর ভাব এক উদিত মানসে।
পুত্র-স্কন্ধে, গঙ্গাতীরে, মহাযাত্রা তরে
আসিয়াছে এই জন; পুণ্যবান্ বটে।
হায়! এ সৌভাগ্য দেখি কাঁদে প্রাণ মম
গভীর বিষাদে; কবে মম্মাদৃষ্টে হায়!
উদিবে এমন সুখ সুন্দর সুদিন,—
পুত্রগণ-স্কন্ধে আসি' সুরধুনী-তটে
ছাড়িব অন্তিম শ্বাস জাহ্নবী-সলিলে।
হর-মনোরমা মাতঃ, মুক্তি-প্রদায়িনী;
'রবীন্দ্রকুমারে' যবে বিসর্জ্জিনু অত্র
শান্তি-সুখ-ক্রোড়ে তব; কত ডেকেছিনু
হায়! কত নিবেদিনু ওপদ-রাজীবে!
তার পর পাইলাম, যে সুখরতন,
তব বারি সম মোরে সুস্নিগ্ধ করিল;
কিন্তু মম ভাগ্যদোষে, বিলুপ্ত হইল
সে অমূল্য নিধি হায়, মাতঃ! নাহি জানি,
কোথায় কেমনে গেল, প্রাণ-ধন মম।
হৃদয়-কুসুম মোর, ছাড়িয়া আমারে,
'রবীন্দ্রকুমার'-পথে করেছে গমন
ভাসায়ে আমায় শোক-সিন্ধু-পারাবারে।

সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি, সন্তাপ-হারিণি,
সর্ব্বপাপবিমোচন করিছ জগতে ;
চেয়ে দেখ জগন্মাতঃ কি দশা আমার-
হৃদয় হয়েছে ভস্ম পুড়ে শোকানলে,
শরীর অকাল-জরা-ব্যাধি-সমাকুল ;
নিরন্তর ক্ষীণ তনু বিপুল বিষাদে ;
নাহিক শোণিত আর ধমনী-ভিতরে।
দয়াময়ি ভবজায়া, দীনে কর ত্রাণ,
অসহ্য যাতনা আর না পারি সহিতে।
যেন মাতঃ, তব এই সুস্নিগ্ধ সৈকতে
অচিরে শয়ন করি ধূসর শয্যায়,
শ্রবণ-যুগলে বহে, সে বচন, হায় !
যাহা শুনিলাম অত্র কত বার বার,-
'অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম'; রসনায়
সদা জপি অবিরল, চিত্ত-সমাহিতে,
অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি, অনাদিকারণ,
সর্ব্বশুচি স্পর্শে নাশি পাপ রাশি যত,
বিলীন হইবে যবে মর্ম্মাহত দেহ,
চিতা-ভস্ম-রজ হবে মুক্তির সোপান।
এ শ্মশান-ভিতে, হায় ! শমন-প্রসাদে

বিরাম লভি গো মাতঃ, অনন্ত শয্যায় ;
শেষ রক্ষা তব হস্তে হে ভবতারিণি,
বিমল সলিল তব স্পর্শ মাত্র করি,
অনন্ত-বৈকুণ্ঠধামে ভেসে যাব রঙ্গে।

চতুর্থ প্রবন্ধ।



সব ফুরায়, যন্ত্রণা ফুরায় না।

ভুবন-পালন কর্ত্তা, তুমি দয়াময়,
অসীম মহিমা তব, করুণা অপার;
এ বিশ্ব তোমার সৃষ্টি, কেন ইচ্ছাময়,
সৃজিলে এ ভবে ঘোর দুঃখ-পারাবার?
বিষময় ক্লেশপূর্ণ এ সংসার হায়,
অহরহঃ প্রসবিছে যন্ত্রণা ভীষণ,
ইচ্ছাময় তুমি নাথ, তোমার ইচ্ছায়
সহজে সংসার হ'ত আনন্দ-কানন।
কেন না ইচ্ছিলে তুমি করিতে এমন,
বুঝিতে তাহার তত্ত্ব পারে কোন জন? ১॥

পার্থিব জগৎ এই ছায়া-বাজি-প্রায়,
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকলে
ভুগিতে স্বকর্ম্মফল আসিয়া হেথায়
মায়াপাশে বন্দীভূত ঘূরে দলে দলে।

পিপীলিকা ভ্রমে যথা নেমীর মণ্ডলে,
তথা ক্ষণকাল তরে .ভবে দেখা দিয়া,
নিয়তির পাশে বাঁধা ঘূরিয়া সকলে,
জলে জলবিম্ব-প্রায় যাইছে মিশিয়া।
অনিত্য ভবের ভোগ এ ছার সংসার ;
অনিত্য সংসারে হায়! পুণ্য মাত্র সার॥ ২ ॥

সংসারের সুখ হায়! চিরদিন নয়,
ক্ষণকাল-স্থায়ী, পরে অচিরে নির্ব্বাণ,
অস্ত যায় সুখ-শশী না হ'তে উদয়,
আঁধারিয়া চারি দিক নিশার সমান।
সৌদামিনী শোভে যথা নব বারিধরে,
নিমেষে উদিত কিন্তু বিলীন নিমেষে,
তথা উজলিয়া সুখ হৃদয়-অম্বরে
চকিতে বিলুপ্ত হয়, হায়! অবশেষে।
জ্ঞানশূন্য মম মন! জানিও সংসার,
সুখের ভবন নহে—সে যে কারাগার॥ ৩ ॥

সুখ যারে বল হায়! সে কথার কথা ;
দেখেছে কে বল কভু পেয়েছে সে ধনে ?—
আকাশ-কুসুম কিম্বা মায়া-তরুলতা ;
মরীচিকাবৎ ভ্রমে মানব-জীবনে।

স্বচ্ছ-ছায়াপথস্থিত নীলিমা মতন
দুঃখ স্থায়ী, জীবনের দুঃখই বিস্তার;
সুখ যারে বল হায়! বিদ্যুৎ যেমন
দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে নীলিমা তাহার।
দুঃখ ঘোর বেগে সদা ভ্রমিছে সংসারে
কার সাধ্য বল তার গতি রোধিবারে? ৪॥

রত্নছত্র-শিরে ওই বসি সিংহাসনে
বীরদর্পে নরপতি, রাজদণ্ড করে;
কিন্তু যে ভিক্ষুক ওই অবসন্ন মনে,
হায় রে সমান দোঁহে অসুখী অন্তরে।
প্রভেদ দুজনে এই—ক্ষুধায়-তৃষায়
নিদ্রার বিরামে দুঃখ ভিক্ষুক ভুলিবে;
চিন্তায় কাতর রাজা সে সময়ে হায়,
অনিদ্রায় শয্যোপরি নীরবে কাঁদিবে!
হেন সাধ্য নাহি তাঁর সুখ লভিবারে,
জ্বলন্ত-পাবকে কবে কে লুকাতে পারে? ৫॥

নাহি রাজ্যে সুখ হায়! নাহি সুখ ধনে;
ধনে, ধন-তৃষা জ্বলি উঠে নিরন্তর;
সর্ব্বশুচি-দীপ্ত যথা হবি-বরষণে;
কিন্তু কোথা সুখ? সবে তৃষ্ণায় কাতর।

কোথা স্থায়ী-সুখ আছে এই ধরাতলে,
  কোথা হেরিয়াছ তাহা মনুষ্য-জীবনে?
আপন অবস্থা সব এই ভূমণ্ডলে,
  নহে সুখপ্রদ কভু কাহারো নয়নে।
হেন কোন জন আছে সংসার-ভিতরে,
  পশে নাহি শোক-কীট যাহার অন্তরে? ৬ ॥

সরোজিনি-দলে বারি যেমন চঞ্চল,
  ক্ষণেক শোভিত থাকি' বিলীন চকিতে;
তা হ'তে সংসার-সুখ অধিক চপল;
  অণুমাত্র স্থায়ী হয়ে যায় অলক্ষিতে।
বিষময় এ সংসার; কেবল মায়ায়
  প্রতারিত জীবগণ—বিমুগ্ধ সকলে;
নয়ন থাকিতে হায়! সবে অন্ধপ্রায়,
  বুঝিয়া না বুঝে ঘোর যন্ত্রণা ভূতলে।
সুখোল্লাস জাগে সদা ভাবনা অন্তরে,
  সৃজিয়া অনর্থ ঘোর যন্ত্রণায় মরে ॥ ৭ ॥

ক্রন্দন-আলয়-শোক-দুঃখের সংসার,
  আজনম নরনারী চিন্তার অনলে
অনর্থ ঘটায় ঘোর ভাবিয়া অসার;
  শোকাগ্নি-গরলে পোড়ে নিজ কর্ম্মফলে।

নাহি বুঝে হায়, কভু ভবের ঘটনা ;
যত অগ্রসর হবে সংসার-মাঝারে,
সহিতে হইবে নিত্য ভীষণ যন্ত্রণা ;
বিদীর্ণ হইবে হিয়া যাতনা-প্রহারে।
বাহিরে হেরিলে মন বিমোহিত হয়,
ভিতরে পশিলে হায়, সব দুঃখময় ! ৮ ॥

যারে সুখ জ্ঞান হয় এ ভব মণ্ডলে,
নহে সুখ হায় কভু ;—সে সব যন্ত্রণা ;
ঘোর-মোহ-তৃষ্ণাবশে সেই হলাহলে
সুধা ভ্রমে করে নর সদাই কামনা।
দুর্দ্দিন-স্বরূপ দুঃখ সংসার-কান্তারে,
সুখ-খদ্যোতিকা মাত্র মাঝারে তাহার,
ক্ষীণ ক্ষণপ্রভা তার করিতে কি পারে
আলোকিত, সংসারের নিবিড় আঁধার ?
মোহান্ধ-মানব হায়! উন্মত্তের প্রায়
অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ সুখের আশায় ॥ ৯ ॥

ঊষাকালে পূর্ব্বদিক করিয়া রঞ্জন,
ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রকাশিয়া দেব দিবাকর
উঠেন প্রত্যহ যবে উজলি গগন,
জীব জন্তু আদি সুখী ধরার ভিতর।

আলোকিত দশ দিক উজ্জ্বল কিরণে,
নবীন উৎসাহে সবে আনন্দে মগন,
প্রকৃতি তিমিরমুক্ত রবি-দরশনে
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি করয়ে ধারণ।
কিন্তু দেখ, সেই শোভা, সে আনন্দ, হায়।
অস্তমিত রবি সনে আঁধারে মিশায় ॥ ১০ ॥

আইলে তামসী নিশা সুনীল অম্বরে,
অসংখ্য নক্ষত্র ভাসে করি ঝলমল,
বিস্তার করিয়া জ্যোতি মৃদু মন্দ করে
নির্ঝরের গাত্রে শোভে রত্ন অবিরল।
তার মাঝে উদে যবে স্নিগ্ধ-শশধর
আলোকিত করি' পৃথ্বী সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে ;—
সুবিমল রশ্মি-জাল সুধার আকর—
অমৃত সিঞ্চন করে দেখ অবনীতে।
প্রকৃতি নাচিয়া উঠে, উল্লাসে মগন
বরিষায় নৃত্য যথা করে শিখিগণ ॥ ১১ ॥

নক্ষত্র-রতন মাঝে পশি নিশাকর
সুধারাশি ঢালি সদা সুধাংশু বিলায়,
বিরাজে গৌরবে যথা দেব-পুরন্দর
স্বর্ণ-সিংহাসনারূঢ় অমর-সভায়।

যে সুখে উজ্জ্বল পৃথ্বী চন্দ্রমা-উদয়ে
অপূর্ব্ব সুন্দর তাহা নির্ম্মল নবীন,
কিন্তু হায়! অল্পক্ষণ ভূতলে পশিয়ে
অস্তগামী শশী সহ হইবে বিলীন।
মনলোভা শোভা যত ধরণী-ভিতরে
এইরূপে লয় পায় ক্ষণকাল পরে ॥ ১২ ॥

ধরাতলে যত সুখ নানাবিধ হায়!
রবি-শশী-মত সবে থাকে ক্ষণকাল,
ক্ষণেকে উদয় হয় ক্ষণে অস্ত যায়,
ঘটায়ে মানব হৃদে বিষম জঞ্জাল।
ধনজনসুতদার সুখের গৌরব,
এই আছে এই যায় ক্ষণপ্রভাপ্রায়;
এই দেখ সমুজ্জ্বল, মূহূর্ত্তে নীরব;
নিমেষে বিলীন হয়ে সকলি ফুরায়।
ফুরায় সকল সুখ, সুখের কামনা
না যায় কেবল হায়! হৃদয়-যাতনা ॥ ১৩ ॥

দিবা-অবসানে রাত্রি আইসে নিয়মে,
নিশি-অবসানে পুনঃ দিবা প্রকাশিত,
তরঙ্গ-নিচয় যথা সাগর-সঙ্গমে;
এক যায় আর আসে—জগতের রীত।

দিবা-রাত্রি-সনে হায়! হয় অবসান
সংসারের সুখ যত ; মানব-জীবন
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যাহা নিয়তি-প্রমাণ
পদে পদে কালগর্ভে হইছে মগন।
নাহি শেষ কিন্তু কভু অন্তর-বেদনা ;
যত দিন রহে প্রাণ বাড়ায় যন্ত্রণা॥ ১৪॥

বড়ই বিষম দায় হৃদয়-বেদনা!
স্তরে স্তরে পোড়ে নর তুষানলপ্রায়;
তার কাছে কোথা আছে মৃত্যুর যন্ত্রণা
মরণে ত নির্ব্বাপিত সবদুঃখ হায়!
সংসার-অনিত্য-সুখে দিয়া বিসর্জ্জন
যে পারে যাইতে শীঘ্র শ্মশান-প্রাঙ্গণে;
অনন্ত-কালের তরে মুদিয়া নয়ন
বিরাম লভিতে হায়! ধূসর-শয়নে ;
তাহার যন্ত্রণা ঘোর হয় নির্ব্বাপিত ;
সেই সুখী নতুবা সে হিতে বিপরীত॥ ১৫॥

কিন্তু হায়! যে হৃদয়ে শোকাগ্নি-গরল
জ্বলিয়াছে একবার কাল-করাঘাতে,
যন্ত্রণা তাহার কভু না হয় শীতল ;
প্রত্যুত বর্দ্ধিত হয় প্রদীপ্ত শিখাতে।

ঘোর শোকানলে পুড়ে যে জন কাতর,
আশু আয়ুশেষ তার কভু না হইবে ;
সন্তাপিত প্রাণ যদি যাইত সত্বর
তা হ'লে দুঃখের ভোগ কে বল ভুগিবে ?
শোক-দগ্ধ-প্রাণ হায় ! নাহি হয় ক্ষীণ
বজ্রাহত তরু যথা, জীয়ে বহুদিন ॥ ১৬ ॥

প্রশস্ত দর্পণ এক যদি ভগ্ন হয়,
এক খণ্ড বহু খণ্ডে হইয়া বর্দ্ধিত,
সহস্র দর্পণ যথা তাহাতে উদয়
প্রতিবিম্ব সহস্রেতে করি প্রকাশিত ।
তেমনি হইলে ভগ্ন হৃদয়-দর্পণ,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে হায় ! বিষাদ-অনলে,
প্রতিভাগে দুঃখ ছবি করিয়া ধারণ,
সহস্র জ্বালায় জ্বলে অন্তরে বিরলে ।
অবিরল মর্ম্মব্যথা অলক্ষ্যে সহিবে,
সহিয়া নিস্তেজ প্রাণ তথাপি বাঁচিবে ॥ ১৭ ॥

পঙ্কিল সরসী যথা স্বচ্ছ দরপণ,
তথা নরগণ আসি সংসার-ভিতর,
এক দেহ লয়ে বহে দুইটী জীবন ;
বহির্ভাগে একরূপ, অন্তরে অপর ।

বাহ্যিক জীবন, কিবা দৃশ্য মনোহর,
হাস্য-তরঙ্গিত সদা নাহিক বিরাম ;
অশেষ প্রকারে যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ;
জ্ঞান হয় সুখময় আনন্দের ধাম।
অপর জীবন গুপ্ত, দৃষ্টির অতীত ;
রোগ-শোক-জরা-তাপে সদা কলুষিত ॥ ১৮ ॥

গাঢ়-মলিনতা-ঘোর অভ্যন্তরে হায় !
সমাচ্ছন্ন সে জীবন, বিরাম-বিহীন ;
এ সংসার জ্ঞান হয় মরুভূমি প্রায়,
কিম্বা যেন বিষমাখা, নির্দ্দয়, কঠিন।
নানাবিধ সুখ-আশা নিরাশে নির্ম্মূল,
স্নেহের রতন যারা পরলোকগত ;
এই মত নানা দুঃখে হইয়া আকুল
অপর জীবন বহে কষ্টে অবিরত।
আজীবন পোড়ে হিয়া বিষাদ-অনলে,
তুষানল মত হায় ! সতত বিরলে ॥ ১৯ ॥

তেমতি আমার দশা বিধির বিধানে ;
একাধারে দ্বিপ্রকার বহিছে জীবন ;
চতুর্বর্ষ গত হায় ! কাল পরিমাণে ;
চঞ্চল চিত্তের স্রোত যন্ত্রণা-ভীষণ।

কভু কাঁদি কভু হাসি, হাসিয়া আবার
কাঁদি অবিরল হায়! হতাশ-অন্তরে,
বাহিরে একই ভাব হৃদয়ে সে আর—
বাহিরে মলিন হাস্য, ক্রন্দন ভিতরে।
সুখ-আশা-বারি-পূর্ণ-আলবাল মম
ঘোর-শোক-নিদাঘেতে শুষ্ক গাঢ়তম ॥ ২০

অন্তর্যামী পরমেশ সর্ব্বশক্তিমান্,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তব বিশ্ব-চরাচর,
হেরিছ অব্যক্ত-রূপে সদা ভগবান্,
জীব জন্তু কীট আদি হয়ে অকাতর।
আমার অন্তর-কথা, প্রভু-ইচ্ছাময়,
নহে অবিদিত কভু তোমার চরণে।
কি দশা অন্তরে মম হের দয়াময়,
আকুল-পরাণ সদা কৃতান্ত-পীড়নে।
দুঃখের জীবন জ্বলে ঘোর সবিষাদে
আগ্নেয় ভূধর যথা বহ্নির আঘাতে ॥ ২১ ॥

তব বিশ্বরাজ্যে বিধি, দীন নিরাশ্রয়,
কত শত নরনারী, সারা দিন হায়!
ভিক্ষা করি' দ্বারে দ্বারে লোকের আলয়,
দিনান্তে কাতরে নাশে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।

জীর্ণ-শীর্ণ-দেহধারী নরনারীগণ,
বৃক্ষমূলে, পথপ্রান্তে, অথবা প্রান্তরে,
দারিদ্র-যন্ত্রণা ঘোর ভুঞ্জি' অগণন
তথাপি শয়নে লভে বিরাম অন্তরে;
কেননা তাদের হিয়া বিধির কৃপায়
আলোড়িত হয় নাই শোকের জ্বালায়॥ ২২॥

হায়! আমি বলয়িত এ সৌধ প্রাচীরে,
সম্পদ বেষ্টিত হয়ে সুপট্ট-শয়নে,
বিগলিত হৃদে সদা ভাসি অশ্রুনীরে,
মর্ম্মাহত কারাবাসী কাঁদে রে যেমনে।
দরিদ্র ভিক্ষুক যারা নিপতিত পথে,
অনশনে দিনপাত করিছে সতত,
মমাপেক্ষা সুখী তারা জীর্ণ মনোরথে,
শোকে তারা কভু নাহি জ্বলে অবিরত।
ফুরায় সকলি হায়! না যায় যন্ত্রণা;
ঘুচিবে না মৃত্যু বিনা মরম-বেদনা॥ ২৩॥

যে জীবন-ধন বিনা হৃদয় এমন,
রত্নহারা হ'য়ে যেন দরিদ্রের মত
উদাসীন-ভাবে ভ্রমি করিয়া রোদন,
কবে হ'বে এ হৃদয় ভস্মে পরিণত?

হেরি যে বিষাদে মাখা সকল সংসার,
মায়ামোহ ঘুচিয়াছে জন্মের মতন,
পুনঃ হারাইয়া হায়! জীবনের সার,
রয়েছি পোহা'তে শুধু যন্ত্রণা-ভীষণ।
যা ছিল স্নেহের-মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী, কাচ না পাই কুড়ায়ে॥ ২৪॥

হায়! যথা নির্ঝরিণী-প্রণালী হইতে
এক স্রোত ভূমিপৃষ্ঠে না হ'তে পতন,
অন্য স্রোত সিন্ধুবেগে আসি আচম্বিতে
কলেবর পুষ্টি তার করয়ে ভীষণ।
এক শোক-অশ্রুধারা আমার তেমন
না হইতে শুষ্ক, হায়! হৃদয়-কন্দরে
আইল দ্বিতীয় স্রোত করিতে প্লাবন,
ভাসাতে যতেক সুখ এ জন্মের তরে।
জ্বলিতেছে চিতাপ্রায় হৃদয় যাহার,
তাহার অন্তরে কিসে আহ্লাদ আবার? ২৫॥

দুর্ভেদ্য নিগূঢ় হায়! সেই আবরণ,
ঘন আচ্ছাদিত যাহে অদৃষ্টের ফল
আমাদের জ্ঞান হতে; না পাই দর্শন,
অথবা বুঝিতে কিবা বিধির কৌশল।

কোথা সেই পরলোক, হায়! সে কেমন,
জানিবার ইচ্ছা সদা জাগে এ হিয়ায়,
কাল-অপহৃত-যত স্নেহের রতন
স্নেহের শিকল ছিঁড়ি বিরাজে যথায়।
মৃত্যুর নিগূঢ়-তত্ত্ব কে বুঝাবে হায়!
কাল-দণ্ড-মৃত্যু বিনা নাহিক উপায়॥ ২৬॥

সকলি বিনষ্ট হায়! কাল-আকর্ষণে,
জগতের কিছু নাহি রহে চিরদিন,
ফুরাল সকলি মোর কালের শাসনে,
কিন্তু কেন নাহি হই যন্ত্রণা-বিহীন!
অবিশ্রান্ত-বেগে কাল এ মহী-সংসারে।
ফিরিতেছে অহরহঃ নিয়মের রথে,
সৃজিয়া সকল জীবে পুনঃ সে সংহারে
অশেষ যন্ত্রণা ঘোর দেয় নানামতে।
আর না সহিতে পারি বাহিরায় প্রাণ,
কে পারে রোধিতে কাল সদা বেগবান্? ২৭॥

পঞ্চম প্রবন্ধ।



প্রাণ কাঁদে।

গভীর বিষাদে স্বনিয়া স্বনিয়া,
মর্ম্মাহত প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া,
ঘোর মনস্তাপে সতত জ্বলিয়া,
বিরলে বিদগ্ধ হইছে হায়!

আঁধার ভুবন, আঁধার গগন,
অন্ধকারময় এ বিশ্ব-ভবন,
মরুভূমি প্রায় সংসার-কানন,
জ্বলিছে গভীর অনল-প্রায় ॥ ১ ॥

মলিন-বদন, বিষাদ-ভূষণ,
দরদর বহে নয়ন-জীবন,
সে উষ্ণ বর্ষণে ইন্দ্রিয় নিধন ;
চলে না, ফেরে না, নড়ে না কেহ।

শোক-রুদ্ধ হিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
চিন্তার তরঙ্গে বিবশ হইয়া,
কৃতান্ত-তাড়না তাহাতে পশিয়া
ক্রমশঃ নির্জীব করিছে দেহ ॥ ২ ॥

নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা সদাই ব্যথিত,
নিদ্রা-তিরোহিত হয়ে সশঙ্কিত,
যমদণ্ড-ঘোর সদা বিরাজিত ;
মহারণ্য জ্ঞান হয় এ ভবে।

কাঁদিছে হৃদয় মৃদুল গুঞ্জরে,
কাঁদিছে কাতরে বিষাদ-সাগরে,
কাঁদিবে বিরলে চিরদিন তরে,
দেহে যত কাল এ প্রাণ রবে ॥ ৩ ॥

নিবিড় তিমির হৃদয়ে আমার,
নিদারুণ-রূপে করি অধিকার,
সৃজিতেছে সদা যাতনা অপার,
স্তরে স্তরে দেহ করিয়া ক্ষীণ।

দুস্তর প্রবল চিন্তার পাথার,
যেন বিষমাখা নিখিল সংসার,
কিছুতেই সুখ নাহি মিলে আর,
সৃষ্টির লাবণ্য বিষাদে লীন ॥ ৪ ॥

জলে স্থলে শূন্যে জঙ্গম স্থাবরে,
অপ্রাণী বা প্রাণী ভূতলে অম্বরে,
দশদিকে আর বিশ্ব চরাচরে,
এ পোড়া নয়ন ফিরাই যবে।

অবসন্ন মনে ভাসি' অশ্রুজলে,
প্লাবিয়া হৃদয় বিষাদ উছলে,
মরমে মরমে হলাহল জ্বলে,
সে জ্বালা নাহিক নিঃশেষ হবে ॥ ৫

অশন ব্যসনে, শয়নে ভ্রমণে,
নিশীথে বিজনে নিদ্রা-পরশনে,
অথবা যতনে বন্ধু-দরশনে,
কিছুতে হৃদয়ে বিরাম নাই।

আলাপে আমোদে জাগ্রতে স্বপনে,
জলে স্থলে হায়! ভূতলে গগনে,
যখন যে দিকে ফিরাই নয়নে,
হতাশে এ প্রাণ কাঁদে সদাই ॥ ৬ ॥

বিভীষিকা-মূর্ত্তি বদন-ব্যাদানে
সতত অন্তরে বহু-পরিমাণে
হেরিতেছি হায়! এ পোড়া পরাণে
জীবনে বাসনা নাহিক চিতে।

মর্ম্মভেদী শোক দহিছে হৃদয়,
কোথা যাই, কার পাইব আশ্রয়,
কবে এ জীবন হইবেক লয়,
অনন্ত-বিধানে শ্মশান-ভিতে ॥ ৭ ॥

জন্মাষ্টমী শুভক্ষণ এ মহীতে,
আরব্ধ হইল বিগত নিশিতে,
বাসুদেব হরি ভূভার হরিতে,
যে ক্ষণে উদিত গোকুল-মাঝে।

জন্মাষ্টমী পর্ব্ব ইহাকে বাখানে,
নরনারীকুল ভকতি-বিধানে,
হরিগুণ গায় সরস বয়ানে,
কীর্ত্তনের শৃঙ্গা মধুর বাজে ॥ ৮ ॥

ওই রাজপথে মিলিয়া সকলে,
হরি-সংকীর্ত্তনে ধায় দলে দলে,
ভাবে মাতোয়ারা প্রেমমধুবলে,
কেশব-মহিমা করিছে গান।

বহু নর-নারী সংসার উপরি,
নিয়মে সংযত উপবাস করি',
গঙ্গাস্নানে লভি' আনন্দ-লহরী,
পশিছে ধিয়ানে জুড়াতে প্রাণ ॥ ৯

কিন্তু গৃহ-ছাড়ি আমি এই স্থানে,
আসিয়া প্রবাসে সন্তাপিত প্রাণে,
কমলিনী যথা দিবা-অবসানে,
সবিষাদে জ্বলি অন্তরে হায়!

শোকাগ্নি-গরলে ক্ষীণ কলেবর
জর্জ্জরিত করি' দহে নিরন্তর ;
দাবানল সম জ্বলিছে অন্তর
গভীর-গরজে, কহিব কায় ? ১০ ॥

ধরাতলে হায় ! কি আছে এমন,
জুড়াইতে পারে এ পোড়া জীবন,
জীবনের সাধ জন্মের মতন,
নিরাশা-সাগরে ডুবে অতল।

কি আছে এমন এই পৃথিবীতে,
কি আছে এমন পারে ভুলাইতে,
শোকানলদগ্ধ মম এই চিতে,
বিষাদে যাহা হয়েছে বিকল ॥ ১১ ॥

কিসে তবে লভি ধৈরয অন্তরে,
ডুবাই জীবন বিস্মৃতি-সাগরে,
যে জ্বালা সতত হৃদয় বিদরে,
কেমনে তা হ'তে নিস্তার পাই।

কিসে ধরাদুঃখ সব পরিহরি,
ভব-চক্র হ'তে সাধিব শ্রীহরি,
কাল পরিহরি, বলি হরি হরি,
লভি' স্বর্গ সুখ হিয়া জুড়াই ॥ ১২ ॥

শত মৃত্যু মম জীবনে সঞ্চার,
এক মৃত্যু তার কাছে কোন ছার,
হারায়ে দুইটী জীবনের সার,
জীবনের সাধ নাহিক আর।

গভীর যাতনা, শত মৃত্যুপ্রায়,
নিরন্তর সহি এ পোড়া হিয়ায় ;
এক যম তুমি, কি ভয় তোমায় ?
শত যম ঐ উপরে আমার ॥ ১৩ ॥

এস কালান্তক আমার নিধনে,
কাল গদা লয়ে উজলি গগনে,
স্পর্শ মম দেহ, যদি সাধ মনে,
তোমারে আমার নাহিক ভয়।

আরাধিনু মনে এস ধর্ম্মরাজ,
আসিয়া এ হৃদে কর হে বিরাজ,
মম প্রাণ লয়ে কর তব কায,
কর ত্রাণ এ বিদগ্ধ-হৃদয় ॥ ১৪ ॥

আঁধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ,
হাসি হাসি করে সুধা-বিতরণ,
ভাসে যথা মরি অখিল ভুবন,
অমিয়া-পূরিত শীতল-করে।

তথা উদি মম হৃদয়-অম্বরে,
কালচক্র স্পর্শি প্রফুল্ল অন্তরে,
ঘুচাও আঁধার দেহের ভিতরে,
জুড়াক্ জীবন তোমার বরে ॥ ১৫ ॥

করিলে আমার প্রার্থনা বিফল,
ভক্তি-শ্রদ্ধা-ধর্ম্ম করিয়ে সম্বল,
চিত্ত-শুদ্ধি-বলে হইয়ে সবল,
কাল-পদে তব শরণ লব।

রাজা হতে রাজা আছয়ে উপর,
দয়ার আধার রাজ-রাজেশ্বর,
কাল হ'তে কাল মহাকাল হর ;
যার কাছে লুপ্ত কালের রব ॥ ১৬ ॥

দীন সকাতরে ডাকি বার বার,
কোথা মৃত্যুঞ্জয় বিশ্ব মূলাধার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কটাক্ষে যাহার,
হইবে বিলুপ্ত প্রলয়-জলে।

ত্রিপুর-বিনাশী জয় যোগীশ্বর,
নীলকণ্ঠ শম্ভু অনাদি ঈশ্বর,
সত্ব-গুণাকর ত্র্যম্বক শঙ্কর,
শশীকলা ভালে সদাই জ্বলে ॥ ১৭

ব্রহ্ম পরাৎপর গুণ-ত্রয়-ধারী,
ব্যাঘ্র-চর্ম্মবাস শিরে পূত-বারি,
প্রমথ-বেষ্টিত শ্মশান-বিহারী,
ভূতি-ভূষিত রুদ্র স্মরহর।

তুমি কৃত্তিবাস তুমি পশুপতি,
গঙ্গাধর হর অগতির গতি,
তুমি আশুতোষ ত্রিভুবন-পতি,
তুমি বারাণসী, সরসি-ভাস্কর ॥ ১৮ ॥

জয় শশাঙ্কশির ব্রহ্মাণ্ডধারী,
যোগীন্দ্র চিন্ময় পরিত্রাণ-কারী,
জয় বিশ্বনাথ, সর্ব্বপাপহারী,
জয় জয় ভৈরব দিগম্বর।

সত্য সনাতন, জয় ব্যোমকেশ,
পিণাক-নিনাদী অনাদি মহেশ,
বিশ্বচরাচর নিখিল ভবেশ,
জয় ফণিভূষণ জটাধর ॥ ১৯ ॥

সদাশিব, শিরে সুরধুনী-বারি,
কৈলাশ-ভূধর-শিখর-বিহারী,
বৃষভ-বাহন, মহাশূল-ধারী,
কর দেব, কৃপা পতিত জনে।

তব কোপানলে ভস্ম কামদেব,
সুধাংশু-শেখর তুমি বামদেব,
ত্রিলোচন মহেশ্বর মহাদেব,
তার নাথ, তার এ অকিঞ্চনে ॥ ২০ ॥

হর-মনোরমা বিশ্বের জননী,
কৃপা কর দীনে ভবেশ-ভাবিনী,
সর্ব্বস্বার্ত্তিহরা নগেন্দ্র-নন্দিনী,
দাও এ অধমে চরণ-তরি।

দশভুজে উমা মহিষ-মর্দ্দিনী,
দেব-কার্য্যে সদা দৈত্য-বিনাশিনী,
ত্রিনয়না গৌরী সমর-রঙ্গিণী,
কৃপা কর মা, সংসার পাসরি ॥ ২১ ॥

তুমি আদ্যাশক্তি বিশ্ব-প্রসবিনী,
তুমি হৈমবতী, জ্যোতিঃস্বরূপিণী,
তুমি জগদ্ধাত্রী, প্রকৃতি-রূপিণী,
অন্নপূর্ণা রূপে পালিছ সবে।

করিছে প্রকাশ তব ত্রিনয়ন,
রবি, শশী, বহ্নি, উজ্জ্বল-রতন,
চরণে বিকচ কমলের বন,
কটাক্ষে অমৃত ঢালিছ ভবে ॥ ২২ ॥

সর্ব্বভূতে তুমি শক্তি-স্বরূপিণী,
তোমার মহিমা ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী,
সঙ্কট-হারিণী ত্রিলোক-তারিণী,
তোমার প্রসাদে বিপদে জয়।

সকলের অঙ্গে তোমার শকতি,
সকলের তুমি চরমের গতি,
জগদম্বে উমা মহেশ-পার্ব্বতী,
তব নামে ঘুচে শমন-ভয়॥ ২৩॥

ঈশান-মোহিনী, গিরীশ-গেহিনী,
বিশ্ব-প্রকাশিনী ত্রিগুণ-ধারিণী,
দুর্গতি-নাশিনী শশাঙ্ক-ভালিনী,
দুর্গমে নিস্তার করহ মোরে।

হরিবিধিমান্যে ত্রিভুবনধন্যে,
তুমি মম গতি গিরিবরকন্যে,
ভব-পারাবারে সংসার-অরণ্যে,
ত্রাহি জননি, যমভয় ঘোরে॥ ২৪

বিপত্তিতে হরি শ্রীমধুসূদন,
মুরলি-বদন দেব নারায়ণ,
যে নামে বিমুক্ত সংসার-বন্ধন,
শমন পলায় করিয়া ভয়।

বাসুদেব হরি ভবের কাণ্ডারী,
হৃষিকেশ কৃষ্ণ সত্ত্ব-গুণধারী,
চৈতন্যস্বরূপ গোলোক-বিহারী,
তাঁরে ডাকি কালে করিব জয় ॥ ২৫ ॥

নির্ব্বিকার শুচি নিত্য নিরঞ্জন,
সর্ব্বজিষ্ণু বিষ্ণু সত্য সনাতন,
অচিন্ত্য অব্যয় ব্রহ্মাণ্ড-কারণ,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহার কলে।

পরমাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-ক্ষরাক্ষর,
ব্রহ্মাণ্ড-আধার অজর অমর,
পুরুষ প্রধান অনাদি ঈশ্বর,
হিরণ্যগর্ভ পুরাণেতে বলে ॥ ২৬ ॥

পরমার্থরূপী সর্ব্ব-গুণাধার,
দুস্তর অর্ণব ভব-পারাবার,
এক মাত্র তায় যিনি কর্ণধার,
তাঁর কৃপাবলে পাইব ত্রাণ।

ব্রহ্মাক্ষরমজ অচ্যুত কেশব,
নিরুপাধি পরমাত্মা ভবধব,
হে পুণ্ডরীকাক্ষ! ত্রিদশ-গৌরব,
পদছায়াদানে জুড়াও প্রাণ ॥ ২৭ ॥

জনার্দ্দন হরি! তব বিশ্বধামে,
আর কত দিন শমনের নামে,
কাল গদা ঘোর তুলি' অবিরামে,
শমনের দূত দেখাবে ভয়।

কত দিন ভবে করি' হাহাকার,
পুড়িয়া জীবন হইবে অঙ্গার,
দহিবে হৃদয়ে বিষম বিকার,
তুষানল প্রায় করিবে ক্ষয় ॥ ২৮ ॥

ঘোর-শোকে জ্বলি আর কত দিন,
জগতের শোভা হেরিব মলিন,
নয়ন থাকিতে নয়ন-বিহীন,
জীবন থাকিতে জীবিত নয়।

রতন হারায়ে কত দিন আর,
বিষাদ-অনিলে করি হাহাকার,
কি সুখে এ প্রাণ রাখিয়া আবার,
করিব জগৎ কলঙ্কময় ॥ ২৯।

অপত্য-বিচ্ছেদ-বিষ-দুর্নিবার,
জ্বালিল হৃদয়ে যাতনা অপার,
না হয় অন্তরে শোণিত সঞ্চার,
তবু নাহি যায় জীবন ছার।

অহে বিশ্বপতি পূরাও বাসনা,
হৃদে বহিতেছে সদা যে কামনা,
পদাম্বুজে তব হায়! এ প্রার্থনা,—
খুলে দাও মোরে মুক্তির দ্বার। ৩০



ষষ্ঠ প্রবন্ধ।



বিদগ্ধ-জীবন।

কোথা হে অনাথনাথ, জীবের জীবন,
কৃপানেত্রে অভাগায় কর নিরীক্ষণ।
বিশ্বপিতা ভয়ত্রাতা করুণা-নিধান,
প্রপন্নে প্রসীদ প্রভু, মঙ্গল-বিধান।
বিষাদ-সাগরে পড়ি ডাকি হে তোমায়,
মুক্তি-দানে করি' ত্রাণ বাঁচাও আমায়।
অসহ্য অগণ্য কষ্ট কহিবার নয়,
নিরন্তর দহিতেছে এ পাপ-হৃদয়।
দহন হতেছি সদা মনের অনলে ;
দুঃসহ যন্ত্রণা ঘোর অন্তরে বিরলে ;
মর্ম্ম-বেদনায় প্রাণ কাঁদিছে কাতরে,
অস্থিশিরা মাংসপেশী ধমনি-ভিতরে,
কোথা যাব, কেবা দিবে বিশ্রামের স্থান,
কোথা গেলে জুড়াইবে সন্তাপিত-প্রাণ,
কোথায় যাইলে হায়! শান্তি-বারি পাব,
কার কাছে দাঁড়াইয়া জীবন জুড়াব ?

পদছায়া পরমেশ, দেহ অভাগায়,
কোন দিকে নাহি হেরি নিস্তার ধরায়।
হতভাগ্য কুসন্তান তোমার চরণে
কত পাপে অপরাধী, এ পাপ জীবনে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি শূন্যময়,
সতত জ্বলিছে যেন ভীষণ নিরয়।
জলেস্থলেশূন্যে প্রাণী অপ্রাণী-স্থাবরে
যে দিকে নয়ন যায়, কাঁদে সকাতরে।
কৃতান্ত-প্রহার ঘোর, বিদরি হৃদয়
করিয়াছে এ জীবন ঘোর বিষময়।
শয়নে ভ্রমণে নিদ্রা আহার বিহারে,
আলাপ আমোদে আর মন নাহি সরে।
ফুরাল সংসার-সুখ বৃথা অভিলাষ,
নিরাশ্রয়ে দাও নাথ! শান্তির আবাস॥

প্রবেশি সংসার যবে কি সুখের কাল,
প্রকৃতি মোহিনী-ছবি পূর্ণ-ইন্দ্রজাল
যত্নে বিরাজিত ছিল, গুম্ফিত তাহাতে
বিবিধ সুন্দর মূর্ত্তি নয়ন জুড়াতে।

জাগ্রতে স্বপনে কিম্বা নিদ্রা-পরশনে
ভাসিত সতত মন আনন্দ-মগনে,
আনন্দে নাচিত প্রাণ আশার খেলায়
অন্তরে ধরিয়া আশা-মুগ্ধ-লতিকায়,
ভাবিতাম ধরাতল সব সুখময়,
সুখ-আশে উল্লাসিত সদাই হৃদয়।
সুখ-নব-তরু যেন রোপেছি আনিয়া
সদা ভাবি তাই, মন উঠিত নাচিয়া।
কিন্তু হায়! কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া!
সেই আমি, সেই দেহ রয়েছে পড়িয়া।
সে আনন্দ কভু ফিরি আসিবে না আর,
না হবে জীবনে আর সুখের-সঞ্চার।
এখন বুঝিনু ভাল সংসারের সুখ
তুষানলে স্তরে স্তরে পুড়িতেছে বুক।
বাহিরে সুখের-চিত্র ধরে এ সংসার
কিন্তু হায়! অভ্যন্তরে সব হাহাকার।
নাহিক শান্তির আশা সংসার-ভিতরে,
কেবা শান্তি পায় বল দগ্ধ-কলেবরে?
জাহ্নবী-সৈকত-স্থিত-সুস্নিগ্ধ-শয্যায়,
অনন্ত-শয়ন ভিন্ন সুশান্তি কোথায়?

হায়! বিধি, হতভাগ্য করিলে আমারে,
মরমে জ্বলিছে হিয়া বহ্নি দুর্নিবারে।
দগ্ধীভূত হইতেছে এ পাপ জীবন,
চিন্তায় বিশীর্ণ দেহ বিষাদে-মগন!
আকুল এ ভগ্ন-হিয়া হায়! দিবানিশি,
নয়ন-আসারে তিতি হেরে দশ দিশি।
আকুল সতত হিয়া নীরবে জাগিয়া,
স্মরি পূর্ব্বকথা প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া।
স্মৃতির দংশনজ্বালা না পারি সহিতে,
শোক-বহ্নি-ঘোর, বুকে না পারি ধরিতে।
আমার আশ্রয়ে থাকি পাপ-স্মৃতি হায়!
মর্ম্মভেদী যাতনায় জ্বালায় আমায়।
শীতকালে হিমক্লিষ্ট সন্ন্যাসী যেমতি
পাদপের-তলে গিয়া করয়ে বসতি।
তাহার আশ্রয় লভি', থাকি তার তলে,
তথাপি তাহার ডাল, ভাঙ্গিয়া সবলে
বৃক্ষমূলে সদা জ্বালে, প্রবল অনল,
তাহাতে সন্তপ্ত তরু, সদাই বিকল।
এ স্মৃতি-পিশাচী তথা, করে ব্যবহার
আমার এ দেহ করি আশ্রয়-আধার।

আমার প্রাণের ডাল ভাঙ্গিয়া বিরলে,
পোড়ায় সতত মোরে, জ্বালি কালানলে।
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত দুঃখ—শাস্ত্রের বচন,
দুঃখ প্রায়শ্চিত্ত হায়, কেবল মরণ।
নাহি কি আমার ভাগ্যে শমন-ভবন,
নির্ব্বাপিতে হায়! এই বিদগ্ধ-জীবন॥

হায় রে নিষ্ঠুর কাল! একি ব্যবহার,
অভাগার আশামূলে, করিলি সংহার।
এ কি নিষ্ঠুরতা তোর, কিবা রীত হায়,
নয়ন মেলিয়া দেখ, বুক্ ফেটে যায়।
সুদৃঢ় অপত্য-প্রেম, কোন্ মন্ত্রবলে,
বিলীন করিলি হায়, অমর্ষে অতলে?
বিগলিত হিয়া মম ভাসিতেছে হায়,
চাহিছে শ্মশানভিতে উন্মত্তের ন্যায়।
স্নেহের পুতলি হরি' লইলি আবার,
দারুণ যাতনা ঘোরে করি হাহাকার।
অমূল্য রতন ছিল হৃদয় মাঝারে,
অনায়াসে হরে নিলি ভীষণ আকারে।

কেন তবে দেখাইলি প্রেমের রতন,
কেন বা নির্দ্দয়-করে করিলি হরণ ?
হাহাকার রবে সদা হৃদয় লুটায়,
ভূতপূর্ব্ব কথা স্মরি' প্রাণ বাহিরায়।
আছাড়িয়া ভূমিতলে হৃদয়রতনে,
নির্দ্দয়ে করিলি গ্রাস করাল-বদনে।
ডুবালি জন্মের তরে অনন্ত-নিদ্রায়,
আর যে পাইব কভু, ছাই সে আশায়।
ভুলায়ে পিতারে হায় ! প্রিয় জননীরে,
স্নেহ-পাশ হতে পুত্রে লইলি অচিরে।
নির্ম্মম নিঠুর তুই, তব অভ্যন্তরে,
নাহি কি দয়ার লেশ পিশাচ-অন্তরে ?
কেন রে শমন মোরে না নিলি তখন,
জঠর হইতে ভবে আইনু যখন।
সংসার-নিরয়ে রাখি' শোক-বৈশ্বানরে,
কেন পুড়াতেছ হায় ! চিরদিন তরে ?
কেন না করিলি মোরে তখনি ছেদন,
এ দেহে অশনি-পাত হইল যখন ?
দেখ চেয়ে কিবা দশা করেছ আমার,
সর্ব্বনাশে সর্ব্বগ্রাসে, পুড়ি অনিবার।

দেখ আঁখি মেলি', দেখ এ মম পরাণ
অবিরল জ্বলিতেছে শ্মশান-সমান।
কাতরে ব্যথিত-হৃদে করি নিবেদন,
জুড়াও জীবন মম করি আলিঙ্গন।

'রবীন্দ্রকুমারে' যবে হারাণু সংসারে,
হৃদয় বিদগ্ধ হ'ল জ্বলন্ত অঙ্গারে।
কত মতে কাঁদি সদা বিষাদিত মনে,
ত্যজেছিনু সব সাধ হায়! এ জীবনে।
জ্বলিয়া উঠিত হিয়া শয়নে স্বপনে,
অহোরাত্রে হ'ত সদা কামনা মরণে।
তার পর পাইলাম যে সুখ-রতন,
'রবীন্দ্রকুমার'-মূর্ত্তি দেখিল নয়ন।
হে বিভু, করুণাময়, পতিত-পাবন,
তুমি জান এই মন কি ছিল তখন।
প্রদীপ্ত আশার বলে আহ্লাদে অপার,
হয়েছিল ভগ্ন-হৃদে সুখের সঞ্চার।
হায় রে! অবোধ আমি নারিনু বুঝিতে,
সহসা এ সাধ কেন জন্মিল এ চিতে।
চকিতে বিলীন হ'ল সুখের স্বপন,
আঁধারিয়া অভাগার অর্দ্ধস্ফুট-মন।

চকিতে বিলুপ্ত সুখ; যথা সৌদামিনী,
চমকি নীরদ-অঙ্গে বিশ্ব-বিমোহিনী
ক্ষণপ্রভা সচকিতে হেরিয়া সংসার,
পলকে লুকাল কোথা দেখা নাহি আর।
হায় বিধি! বড় সাধ হয়েছিল মনে
রাখিব এ প্রাণপুত্রে সতত নয়নে।
যে হৃদয় পোড়ালেক 'রবীন্দ্রকুমার'
তাহাতে হইল পুনঃ জীবন-সঞ্চার।
কিন্তু হতবিধি মোরে, দিল না সে ফল,
উদাশে পরাণ কাঁদে সতত বিকল।
জলে জলবিম্ব যথা ক্ষণে তিরোহিত,
তেমতি মনের আশা মনে অস্তমিত
হইয়াছে মম এবে; এ পাপ ধরায়,
সুখ-আশা কভু নাহি ফলিবে আমায়।
কি সুখে বসতি আর করিব ভুবনে,
স্তরে স্তরে পুড়ি সদা শোক-হুতাশনে।
যাক তবে প্রাণ; ছার জীবন রাখিতে
নাহিক বাসনা হায়! ক্ষণেক মহীতে॥

জন্মের মতন আহা! ডাকি একবার,
কোথা হৃদয়ের ধন জীবনের সার।

কোথা হায়, সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত নিত্য ; কোথা সে আমার
কোথা লুপ্ত সেই ধ্বনি পীযূষ সমান,
সে কথা স্মরণে মোর বিদরে পরাণ !
সে মুখ-চন্দ্রমা হায় ! আমার অন্তরে,
বিরাজে যেমতি পূর্ণ শশী নীলাম্বরে।
কোথা সেই করতল শিরীষ-কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল।
কি করে ভুলিব হায় ! সে মধুর হাসি,
বর্ষিত এ মৃতদেহে যাহা সুধারাশি।
কোথায় রহিল মম প্রিয়-দরশন,
সুবর্ণ-কুসুম-পুঞ্জ, স্নেহের রতন।
প্রফুল্ল-সরোজ-কান্তি অতুল-বদন,
কালগর্ভে কালচক্রে হয়েছে পতন।
কি করে ভুলিব সেই নলিন-নয়ন,
উপকথা মত যাহা হয়েছে এখন।
নয়নের তারা মম দেহের জীবন,
হৃদয়-শোণিত মোর কণ্ঠের ভূষণ।
জীবন-সর্ব্বস্ব মম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার,
প্রাণের প্রতিমা হায়, স্নেহের আধার।

বিষাদের শান্তি ; হর্ষ চিত্ত-বিনোদনে,
শ্রবণে সঙ্গীত সুধাবাণী-বরষণে।
নিঃশ্বাসিতে বায়ু, স্পর্শে মলয় সমীর,
যাহার অভাবে প্রাণ সতত অধীর।
বর্ত্তমানে সুখ হায়! অতীতের স্মৃতি,
ভবিষ্যতে আশা সেই মোহন-মূরতি।
অয়স্কান্ত-মণি মম হৃদয়ের ধন,
মাধবের বুকে যথা কৌস্তুভ-রতন।
পরলোকে পুণ্য মোর, তাহার সঞ্চারে,
যেন আশু যায় প্রাণ তারে লভিবারে॥

এ হৃদয় দগ্ধীভূত, বিষণ্ণ এ মন,
কে আর করিবে তায়, বারি-বরষণ!
কে আর আমার হিয়া নাচাবে কৌতুকে,
কে স্নিগ্ধ করিবে হিয়া স্নেহের কৌতুকে!
কেবা নিবারিবে ঘোর হৃদয়-গরল,
কে বল রোধিবে মম নয়নের জল!
দুঃসহ সন্তাপে পুড়ি' দেহ হ'ল ছাই,
আজন্ম বৃত্তান্ত তার হ'ল কি বালাই!

এটী তার, ওটী তার, এখানে বসিত,
এইমতে এই পথে এ স্থানে খেলিত।
এই ত রয়েছে পড়ে বসন-ভূষণ
কেন নাহি হেরি সেই জীবনের ধন।
বাছার সামগ্রী তোরা হৃদয়-রঞ্জন,
হায়! কেন মনস্তাপ কর উৎপাদন!
গগনে উদিলে রবি বিকাশে সংসার,
কিন্তু হায়! তমাচ্ছন্ন হৃদয় আমার।
মম হৃদয়ের রবি যে দিন হইতে
নীরদ-কালের কোলে লুকা'ল চকিতে।
সে দিন হইতে মম হিয়া অন্ধকার,
ঘন তমাচ্ছন্ন দেখি, অখিল সংসার।
রজনীতে পূর্ণশশী উঠিয়া গগনে
সুধা-বরষণে স্নিগ্ধ করে এ ভুবনে।
কিন্তু সে অমিয়-রাশি আমার অন্তর,
হলাহলযোগে দগ্ধ করে নিরন্তর।
হায়! কোথা মম নেত্র-কুমুদিনীপতি,
তাহার বিয়োগে অন্ধ যাদৃশ জরতি।
দহিছে যাহার মন বিষম বিকারে;
বিনা সে ত্রিতাপহারি, জুড়াতে কে পারে?

ধিক্ রে ইন্দ্রিয়গণ মরি রে ঘৃণায়,
মম দেহে থাকি তবু জ্বালাও আমায়।
নাহি কি তোদের কিছুমাত্র লজ্জাভয়,
লতে চাও পুনঃ মোরে সংসার-নিরয়।
কি দেখি ধরিতে চাহ উল্লাস, অন্তর,
জান না কি, প্রাণধন গত লোকান্তর।
তাহারে হারায়ে সদা কাঁদিছে হৃদয়,
এই কি তোদের পোড়া সুখের সময়?
ধিক্ শতধিক্ হায়! মম দুনয়ন,
কেমনে ভুলিয়া আছ সে চারুবদন?
কনক-কুসুম-কান্তি না দেখে নয়নে
কেমনে রয়েছ তৃপ্ত বল রে কেমনে?
হও রে মুদিত আশু অনন্ত-নিদ্রায়,
শূন্য-দরশনে কেন জ্বালাও হিয়ায়?
যুগল-শ্রবণ মম তোমরা কেমনে,
নির্লজ্জ হইয়া ভাস সুখ-সন্তরণে?
সেই মধুকণ্ঠ-ধ্বনি, হায়! না শুনিয়া
কেমনে রয়েছ এবে উল্লাসে ভুলিয়া?
শ্রবণে সঙ্গীত সম সে স্বর বাজিত,
বাজিয়া, ত্রিদিব-সুখ হৃদয়ে জাগিত;

ভাগ্যদোষে যদি তাহা বিলুপ্ত হইল,
শুনিবে বল না, কি বা, আর কি রহিল ?
না শুনি সে বীণা-বাণী, কেমনে সুস্থির
রয়েছ বল না হায়! হও রে বধির।
কে আর তুষিবে বিনা মোহন-মুরলী
বরষি' অমৃত-ধারা—মধুর কাকলি।
ঘ্রাণেন্দ্রিয়, হেয় তুমি, সদা স্বার্থপর
কেমনে কি সুখ-ভোগে ছিলে নিরন্তর ?
বিনা সে কুসুম হায়! লও রে কি ঘ্রাণ,
আছে কি সৌরভ আর তাহার সমান ?
নন্দন-কানন হ'তে, যে কুসুম হায়!
ত্রিদিব-সৌরভ বহি মাতালে তোমায়।
যার ঘ্রাণে ছিলে তুমি সদা আমোদিত
মম চিত্ত-অলি যার পাশে গুঞ্জরিত।
সে কুসুম লুপ্ত যদি কাল-প্রহরণে,
কোন সুখে করিতেছ কামনা জীবনে ?
কেমনে বলিব কিবা তোমায় রসনা,
ঘটালে তুমি ত এই দুস্তর যাতনা।
সতত করিয়া তুমি সুরস বাসনা,
মজাইলে হায়! করি সুধার-কামনা।

মম দেহাশ্রয়ে থাকি' মোরে বিনাশিলে,
সে অপত্য-স্নেহরসে উন্মত্ত করিলে।
জীবন-আসব মম পরিশুষ্ক হায়!
বিয়োগ-সন্তাপে সদা প্রাণ বাহিরায়।
না পিয়ে সে মকরন্দ কেমনে এখন,
সরস হইয়া তুমি যাপিছ জীবন?
নিরাস্বাদ হও মম এই আকিঞ্চন,
কোন্ সুখে হলাহল কর রে গ্রহণ?
তুই মনোদাস হস্ত; সে মন পুড়িল,
না পুড়িলি কেন তুই? শেষে এই ছিল।
বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ যদি হয় তরুশির,
পদাশ্রিতা লতা মরে হইয়া অস্থির।
ভীষণ কঠিন তুই, দেখ মনে করে,
সে ধন লইয়া করে ছিলি কি আদরে।
সে কোমল কর তার, করি পরশন,
কত মহানন্দে হায়! হইতে মগন।
কি সুখে এখন আর রয়েছ সজীব?
ছাড় দেহ ত্বরা করি হইয়া নির্জীব।
হে স্মৃতি! কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমন
মিথ্যা কুমন্ত্রণাবলে ভ্রমে ত্রিভুবন,

তেমতি প্রস্তর-বাঁধা আমার হৃদয়
নাহি নিবাইতে চাহে তোমার প্রশ্রয়।
দেহ ভিক্ষা দয়া করি' মম দগ্ধ-চিতে
ভুলি ভূত বর্ত্তমান, ভুলি ভবিষ্যতে।
সুখ তারা অস্তমিত;—ফিরিয়া আবার
উদিবে না এ হৃদয়-অম্বরে আমার।
যে মেঘ উঠিছে হৃদে কি বলিব আর,
বর্ষিবে শোকাগ্নিরাশি হায়! অনিবার।
কাদম্বিনী ঘোর বেশ করিয়া ধারণ,
বিবস্বতে ঘেরি যদি করে আচ্ছাদন;
কিম্বা ক্ষণপ্রভা পশি নব-বারিধরে,
চকিতে উজলি পুনঃ লুকায় সত্বরে;
তা হ'লে যেমন অন্ধ হয় ত্রিভুবন,
তেমতি হয়েছে অন্ধ মম দুনয়ন।
অপত্যবৎসলজনে মরম-বেদনা,
না আছে তেমন আর বিষম যন্ত্রণা!
হৃদয়-রতনে যদি কাল কাড়ি' লয়,
মর্ম্মভেদী শোক তার আবরে হৃদয়।
একাকিনী মন্দাকিনী ত্রিদশ-ভুবনে,
বহে যথা ছদ্মগতি অমর-নয়নে।

তেমতি নীরবে হায়! শোকে নিরানন্দ,
বহিছে জীবন মম অলক্ষিতে মন্দ।
তদুপরি যবে সেই বদন-কমল
অন্তরে অঙ্কিত হয়, কাঁদি অবিরল।
ঘোর হুহুরবে জ্বলে, দীপ্ত কালানল,
অশ্রুধারা ভারে অন্ধ নয়ন-যুগল।
নলিনী মুদিত যথা দিবা-অবসানে,
মুদিত এ পোড়া প্রাণ সে রত্ন-পয়ানে।
হইল জীবন মম দুঃখের আগার,
জীব-শূন্য, রব-শূন্য, মহারণ্যাকার।
ফেল বৃথা অশ্রুধারা, হতভাগ্য মন,
জান না তোমার হায়! ফলিছে প্রাক্তন।
যাওরে সুখাশা তুমি অন্তর ছাড়িয়া,
আর কেন মন-মধ্যে থাক লুকাইয়া।
সুখস্বপ্ন হায়! সব লও রে বিদায়,
জন্মের মতন ত্যজ এই অভাগায়!
কর্ম্মফল এস, পরি তোমার শৃঙ্খল,
তোমার আক্রম কভু, না হয় বিফল।
নিয়তি-শৃঙ্খল, এস পরি রে চরণে,
তোমাকে এনিছি নিজে ছাড়িব কেমনে।

যে অগ্নি জ্বলেছে মোর হৃদয়-কন্দরে,
জ্বলিবে দারুণ হায়, চিরদিন তরে।
কাঁদিব না, পাপী আমি, হায়, চিরদিন
কাঁদিতে হইবে মোরে হইয়া মলিন।
ভবের যন্ত্রণা এস, লয়ে দাবানল
বেষ্টণ করিয়া মোরে দহ অবিরল।
সকল সহিব মনে অতি সংগোপনে;
জন্মেছি কাঁদিতে, আমি কাঁদিব বিজনে।
যতদিন বহিবেক এ পোড়া জীবন,
ভুগিব দুর্ভাগ্য-করে সংসার-বন্ধন।
ভুলিব না সেই ধনে থাকিতে জীবন,
হায় এ জীবনে মম মরণ-শরণ॥

হে বিধি! এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী,
সুখ-দুঃখ-মূলাধার তুমি হে সকলি।
শরণ লইনু আমি তোমার চরণে,
কৃপা বিতরিয়া নাথ, তার অভাজনে।
লয়ে যাও প্রভু যথা রেখেছ বাছারে,
নিবাও দুর্দ্দান্ত অগ্নি মিলন-আসারে।

না চাহি জীবনে আর সুখের আশায়,
এ ভবে থাকিতে মন একান্ত না চায়।
জীবন হয়েছে ভস্ম বিষাদ-অনলে,
স্থান দান কর বিভু, তব পদতলে।
দীন নিরাশ্রয়ে নাথ, কর শান্তি-দান,
ভীষণ শোকের বহ্নি হউক নির্ব্বাণ।
সংসার-মায়ার ভ্রমে ঘুরি-অন্ধকারে;
দিব্য চক্ষুদানে লহ মুক্তির আগারে।
সংসারের সুখ সব হ'ল বিসর্জ্জন,
ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি নাথ, **বিদগ্ধ-জীবন**।

Printed by I. C. Bose, & Co., Stanhope Press,
249, *Bow-Bazar Street, Calcutta.*